ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ, মন্ত্রীদের বাড়িঘরে ভাঙচুর
সারে-জমিন

খড়গপুর রেল কলোনির কথা সংসদে তুলবেন জুন
রূপসী বাংলা

আর্জেন্টিনা কেন ইসরায়েলের এত বড় বন্ধু হয়ে গেল
সম্পাদকীয়

অজানা জন্তু-আতঙ্ক, লাঠি হাতে রাত প্রহরায় গ্রামবাসী
সাধারণ

রোহিতই চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের অধিনায়ক
খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৮ জুলাই, ২০২৪
২৪ আষাঢ় ১৪৩১
১ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 183 ■ Daily APONZONE ■ 8 July 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

গিলাফ পরিবর্তন...

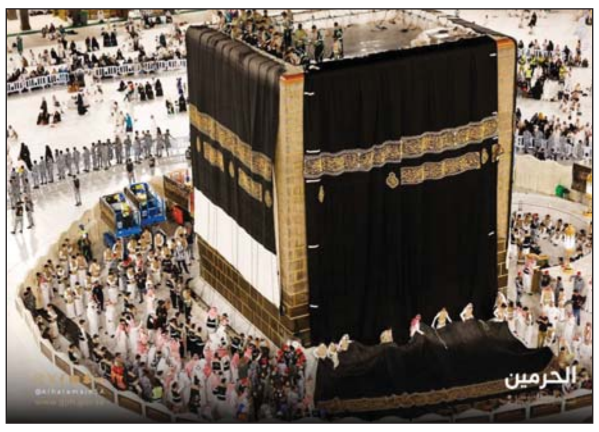

আপনজন ডেস্ক: নতুন ইসলামী বর্ষ ১৪৪৬ হিজরির প্রথম দিনে পূর্বের ইসলামী রীতি অনুযায়ী এবারও কাবা শরীফের গিলাফ বা আবরণ পরিবর্তন করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে হিজরি সনের প্রথম দিন বা ১ মুহাররম এই গিলাফ পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। *(বিস্তারিত ৩ পাতায়)*

স্বাগত হিজরি নববর্ষ

আপনজন ডেস্ক: বিদায় ইসলামী আরবি বছর ১৪৪৫। স্বাগত হিজরি নববর্ষ ১৪৪৬। হিজরি সনের প্রথম মাস হল মহররম। হিজরি সন গণনা করা হয় সন্ধ্যার পর থেকে। মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হিজরতের ঘটনাকে স্মরণীয় রাখতে হিজরি সন চালু হয়। ইসলামের ইতিহাসে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে তা ঘটেছিল।

মূলত নবীজি (সা.)-এর হিজরত ২৭ সফর থেকে শুরু করে ১২ রবিউল আউয়ালের মধ্যে হয়েছিল। বর্ষ গণনার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় হিজরতের ১৬ বছর পর ১৭তম বছরের ১০ জুমাদাল উলা মাসে।

মাস হিসেবে রবিউল আউয়াল কিংবা জুমাদাল উলা কোনোটি থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়নি। সমকালীন আরবে মহররম ছিল প্রথম মাস।

ইসলামী বর্ষপঞ্জির দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে সরকারি ছুটি থাকে অনেক মুসলিম দেশে। মধ্যপ্রাচ্যের সউদি আরব, আরব আমিরাত, ওমানসহ কয়েকটি দেশ রবিবার টানা তিন দিনের ছুটি দিয়েছে।

‘ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য খারাপ কাজের পরিবেশ দায়ী’

লোকো পাইলটদের দুর্দশা সংসদে তুলে ধরবেন রাহুল

আপনজন ডেস্ক: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গাগান্ধি রবিবার লোকো পাইলটদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করেছেন এবং দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা তাদের অধিকার এবং কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য সংসদে আওয়াজ তুলবেন।

নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে লোকো পাইলটদের সাথে তাঁর সাম্প্রতিক কথোপকথনের সময় রাহুল এই সম্পর্কে এক্স-এ মন্তব্য করেন।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলেন, নরেন্দ্র মোদীর সরকারে লোকো পাইলটদের জীবনের রেলগাড়ি পুরোপুরি লাইনচ্যুত করা হয়েছে। তিনি বলেন, লোকো পাইলটরা গরমে ফুটন্ত কেবিনে বসে দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। যে মানুষগুলোর ওপর কোটি কোটি জীবন নির্ভরশীল, তাদের নিজেদের জীবনের প্রতি কোনো আস্থা নেই। প্রস্রাবখানার মতো মৌলিক সুবিধা থেকেও বঞ্চিত, লোকো পাইলটদের কাজের সময়েরও কোনও সীমা নেই, ছুটিও পান না। যার জেরে তাঁরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

এ অবস্থায় লোকো পাইলটদের দিয়ে ট্রেন চালাতে বাধ্য করা তাদের এবং যাত্রীদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

লোকো পাইলটদের অধিকার ও কাজের পরিবেশ উন্নয়নে সংসদে আওয়াজ তুলবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া)।

কথোপকথনের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে রাহুল গান্ধি বলেন, এই ছোট আলোচনা দেখে আপনিও তাদের বেদনা অনুভব করতে পারবেন।

ভিডিওতে লোকো পাইলটরা রাহুলের কাছে বিশ্রামের অভাব, ছুটি না পাওয়া এবং “অমানবিক কাজের পরিবেশ” সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন।

শনিবার অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ জোনের সভাপতি রাহুলের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিয়ে সাম্প্রতিক ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য খারাপ কাজের পরিবেশকে দায়ী করেন।

শুক্রবার নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি এবং লোকো পাইলটদের মধ্যে কথোপকথনের আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী আর কুমারেসান পিটিআইকে বলেছেন, তারা রেলওয়েতে চালক ও যাত্রীদের “গুরুতর সুরক্ষা সমস্যা” রাহুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। দিল্লি ডিভিশনের বাসিন্দা নন এবং বাইরে থেকে আনা লোকো পাইলটদের সঙ্গে রাহুল গান্ধির দেখা হয়েছিল বলেও রেলের দাবির বিরোধিতা করেছে ট্রেন চালক ইউনিয়নগুলি।

শুক্রবার রাহুল গান্ধি নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে লোকো পাইলটদের ক্রু লবি পরিদর্শন করার পরে, উত্তর রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেছিলেন যে মনে হচ্ছে রাহুল লোকো পাইলটদের সাথে দেখা করেছেন যারা নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের ক্রু লবির সদস্য নন।

শুক্রবার রাহুলের কাছে একদল লোকো পাইলট অভিযোগ করেছিলেন “কম কর্মীর কারণে অপর্যাপ্ত বিশ্রাম” ট্রেন দুর্ঘটনার কারণ।

আপত্তিকর পোস্ট নিয়ে মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর

আপনজন ডেস্ক: জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রধান রেখা শর্মার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ আপত্তিকর পোস্ট করার অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। দিল্লি পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মতে, সদ্য কার্যকর হওয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৭৯ ধারায় (শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা কোনও মহিলার শালীনতাকে অপমান করার উদ্দেশ্যে কাজ) এফআইআর দায়ের করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রধান শর্মা পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং এক ব্যক্তি ছাতা হাতে পিছনে হেঁটে যাচ্ছেন। সেই পোস্ট উদ্ধৃত করে এক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী প্রশ্ন করেন, কেন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রধান নিজের ছাতা বহন করতে পারলেন না। সেই প্রশ্নের উত্তরে মহুয়া মৈত্র লেখেন, “উনি বসের পাজামা ধরে রাখতে ব্যস্ত”।যদিও পরে পোস্টটি ডিলিট করে দেওয়া হয়। তার ভিত্তিতেই এফআইআর।

হাথরস দুর্ঘটনায় নিহত, আহতদের পরিবারকে অর্থ সাহায্য জমিয়তের

হাথরসে এক নিহতের বাড়িতে হাজির জমিয়তের প্রতিনিধি দল

আপনজন ডেস্ক: জমিয়ত উলামা-ই-হিন্দের এক প্রতিনিধি দল হাথরসের সুকনা গ্রামে ‘ভোলে বাবা’র সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করল শনিবার। সেই সঙ্গে আহতদের সঙ্গে দেখা করে তাদের অবস্থার খোঁজ নিলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সদস্যরা। তারা এরপর জানান, দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে ১০ হাজার টাকা এবং আহতদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানির নির্দেশে প্রতিনিধি দলটি ঘটনার দ্বিতীয় দিন থেকে হাথরাস পরিদর্শন শুরু করে। শনিবার এটি ছিল প্রতিনিধি দলের তৃতীয় সফর। এর সদস্যরা সোখনা গ্রামে পৌঁছায়, যেখানে একই বাড়ির তিনজনসহ মোট চারজন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। এসময় নিহতদের পরিবারকে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানীর বার্তাও তারা তুলে ধরেন যাতে তিনি বলেন, ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার ভিত্তিতে ত্রাণ ও কল্যাণমূলক কাজ করে জমিয়ত। দুর্ঘটনার সময় কে হিন্দু আর কে মুসলমান সেই প্রশ্ন আসে না। সাম্প্রদায়িক লোকেরা হৃদয়ে দূরত্ব তৈরি করে, আর জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মূলনীতি সবসময়ই বিপদের সময় মানুষের সেবা। আল্লাহ আপনাদের এই শোক সহ্য করার ধৈর্য দান করুন।

এ বিষয়ে নিহতের স্বজনরা অশ্রুসিক্ত চোখে বলেন, দুর্ঘটনার পর সরকার ছাড়াও সৎসঙ্গের আয়োজকরা আমাদের কাছে আসেনি, কেউ আমাদের সান্ত্বনা দেয়নি। শুধু আপনারাই আমাদের সাথে দেখা করতে এসে আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছিলে। এজন্য আমরা মাদানি সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই।

এ ব্যাপারে মাওলানা সৈয়দ আশহাদ রশিদী জেলা শাখার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন বলে প্রতিনিধি দলটি জানিয়েছে।

হাথরাস জমিয়ত উলামা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ রমজান কাসমি এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফুরকান নদভি তাদের সহকর্মীদের সাথে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে দেখা করে যোগাযোগ রাখছেন।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

আগুনে পুড়িয়ে মারা কাণ্ডের তদন্তে নামল ফরেনসিক দল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুরে রজতপুর গ্রামে তিনজনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার। আজ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে ফরেনসিক দল গ্রামে পৌঁছালো তদন্তের জন্য। ঐ গ্রামে যে নারকীয় হত্যা লীলা ঘটানো হয়েছিল গতকাল স্মৃতি বিবিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল আজ ঘটনার মূল অভিযুক্ত চন্দন ইসলামকে পুলিশ অবশেষে মুর্শিদাবাদ থানার নবগ্রাম থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে। অপরদিকে স্মৃতি বিবি কে আজ বোলপুর কোর্টে তোলা হয়। তিনি নিজে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন এই ঘটনায় তিনি জড়িত। পুলিশ সাতদিন হেফাজতে নিয়েছে স্মৃতি বিবিকে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বীরভূম পুলিশ সুপার সাংবাদিকদের জানান অবৈধ সম্পর্কের বাধা দেওয়ার জন্যই এই মর্মান্তিক ঘটনা। পুলিশ সুপার আর ও জানান কিভাবে এই হত্যা লীলা চালানো হয়েছিল। প্রথমে ক্লোরোফম ব্যবহার করা হয়েছিল তারপর পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারা হয় চার বছরের শিশুসহ বাবা-মাকে। এই মর্মান্তিক ঘটনা প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনেই স্বীকার করে নিয়েছে।

বৃষ্টি উপেক্ষা করে রথের শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: প্রচন্ড বৃষ্টিতে জল জমেছে রাস্তায়। কিন্তু তারমধ্যেই রথযাত্রা উৎসব পালিত হচ্ছে লিলুয়ায়। উৎকল রাধাগোবিন্দ সমিতির পরিচালনায় এই উৎসব পালিত হচ্ছে। ১০৪ বছরের জগন্নাথ মন্দির হলেও গত ২০১৫ সাল থেকে এই এলাকায় রথের রশিতে টান পড়ে। পুরীর রথের অনুকরণে লিলুয়ার এই রথ তৈরি করা হয়েছে যার পুরোটাই কাঠের তৈরি। বিগত দিনে লোহার রথ থাকলেও অন্য জেলায় দুর্ঘটনার ফলে সতর্কতা হিসেবে কাঠের রথেই ভরসা করছেন উদ্যোক্তারা।

সবুজায়নে দাওয়াতে ইসলামী

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: পৃথিবীকে সবুজায়ন করে তুলতে ও পরিবেশকে বাঁচাতে দাওয়াতে ইসলামী ইন্ডিয়ার উদ্যোগে সারা দেশের পাশাপাশি রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুরে পালন করা হল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানা চত্বরে বৃক্ষরোপণ করা হয়।দাওয়াতে ইসলামীর এক সদস্য সেখ আমিরুল হোসেন বলেন,হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানা চত্বরে ইউক্যালিপটাস ও আম গাছ রোপণ করা হল। ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি,চলবে ১০ জুলাই পর্যন্ত। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দাওয়াতে ইসলামী ইন্ডিয়ার পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি আব্দুল কাদির ও সদস্য সেখ জামিউল হক প্রমুখ।

অসহায় পরিবারকে পুলিশ দিল পাকা বাড়ি

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একদিকে প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি মেনে আইনের রক্ষা তাদের কর্তব্য, অন্যদিকে মানুষের পাশে সর্বদা থাকা তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা। যাদের পোশাকি নাম পুলিশ। পুলিশ সম্পর্কে এক-এক জনের এক-এক রকম ধারণা। সেই পুলিশের সহযোগিতায় পাকা বাড়ি পেল এক অসহায় পরিবার।
ঘটনা মাস কয়েক আগের।
সাগরদিঘী থানার জগদল গ্রামে এক কর্মসূচিতে যায় স্থানীয় এক সেচ্ছাসেবী সংস্থা সাগরদিঘী উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। ট্রাস্টের সম্পাদক সঞ্জীব দাসের চোখে পড়ে, ওই গ্রামে তিনজন প্রতিবন্ধী শিশু নিয়ে ভগ্নাবস্থায় থাকা একটি বাড়িতে বসবাস করছে এক অসহায় পরিবার।
সেই কথা সাগরদিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিজন রায়ের কানে পৌঁছায়। সেখানে গিয়ে ওসি বিজন রায় পাকা বাড়ি তৈরির আশ্বাস দেন। সাগরদিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিজন রায়ের সহযোগিতায় এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পাঁকা বাড়ি তৈরি করে। ভাঙা ঘরের জায়গায় ইট-কংক্রিটে গাঁথা পাকা বাড়ি পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ওই পরিবারের সদস্যরা।
অনেকের মত, প্রশাসনিক স্তরের সকল আধিকারিক যদি এধরনের মানবিক হন, তবে সমাজ অনেকটাই বদলে ফেলা সম্ভব।

রামপুরহাটে পরকীয়ার জেরে খুন হলেন স্বামী

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: পরকীয়া থেকে বাধা বিপত্তি তথা নিত্যনৈমিত্তিক পারিবারিক অশান্তি। যার পরিনতি শেষ পর্যায়ে খুন। ঘটনাটি রামপুরহাট সংলগ্ন আঁখিরা গ্রামের কাহার পাড়ায়।বিবরণে প্রকাশ যে, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তথা পরকীয়ার জেরেই খুন করা হয় তার স্বামীকে বলে মৃতের পরিবারের অভিযোগ ।উক্ত ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । রবিবার সকালেই বাড়ির পাশে ড্রেনে ছেলের নিথর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে মৃতের মা।ছেলেকে চিনতে পেরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করতেই আত্মীয় পরিজন সহ পড়শী লোকজন ও জমায়েত হয়।উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক চিকিৎসা করে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের লোকজন সহ এলাকাবাসীদের অভিযোগ যে মৃত অষ্টম মাহারার স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল গ্রামেরই এক যুবকের সাথে।তার জেরেই তাদের বাড়িতে প্রায়ই অশান্তি শোনা যেত।অষ্টম স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে প্রতিবাদ করায় মূলত তার স্ত্রী ও প্রেমিক মিলে স্বামীকে খুন করেছে বলে সরাসরি অভিযোগ তোলেন।মৃত ব্যক্তির শরীরের মধ্যে গলায় কালচে দাগ সহ কপালে এবং পেটের কাছে আঘাতের চিহ্ন ছিলো বলে মৃতের পরিবারের অভিযোগ। রামপুরহাট থানার পুলিশ উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মৃত অস্টমের স্ত্রী , মেয়ে ও স্থানীয় এক যুবককে আটক করে বলে জানা গেছে।

তাপসের রক্তদান শিবিরে রক্তদান ২০০০ জনের

এম মেহেদী সানি ● নিউটাউন

আপনজন: রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভার বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদানে সামিল হলেন বিধানসভা এলাকারই দুই সহস্রাধিক মানুষ। বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এদিন মানুষ মিছিল করে রক্তদান করতে আসেন। তাপস চ্যাটার্জির পৃষ্ঠপোষকতায় লালকুঠি পার্থ নগরীর নেতাজি সংঘের পক্ষ থেকে দিনভর রক্তদান কর্মসূচি চলে। 'দুই সহস্রাধিক রক্তদান, চলুন বাঁচাই কিছু প্রাণ..' শীর্ষক কর্মসূচিটি গাঁতি'র বিশিষ্ট সাংবাদিক অকাল প্রয়াত যুবক সুমন সিকদার এবং বেড়াবেড়ীতে বজ্রাঘাতে নিহত দুই কিশোর রফিকুল ইসলাম ও জামির হুসেনের স্মৃতিতে উৎসর্গ করেন তাপস চ্যাটার্জি। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু সহ একাধিক বিশিষ্টজন। তাপস চ্যাটার্জি জানান রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভা এলাকাবাসীর জন্য সারাবছরের প্রয়োজনীয় রক্তের যোগান দেওয়ার জন্য পিপলস ব্লাড ব্যাংকের সঙ্গে একটি মৌ চুক্তি হয়েছে। সারা বছর বিধানসভা এলাকাবাসীর মুমূর্ষ রুগীদের প্রয়োজনীয় রক্তের যোগান দেবে ওই ব্লাড ব্যাংক।' বিধায়কের এই মহৎ উদ্যোগের জন্য উপকৃত হবেন রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভা এলাকার মানুষ। পাশাপাশি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার ডাক দেন।

সংসদে খড়্গপুর রেল কলোনির সমস্যা তুলে ধরবেন জুন মালিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: সংসদের সামনের অধিবেশনে খড়্গপুর সমস্যা কে সামনে রাখতে চাইছেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সাংসদ জুন মালিয়া।
কয়েক দশক ধরে খড়্গপুর রেল শহরে রেল প্রশাসন বনাম রাজ্য প্রশাসনের মতপার্থকের জেরে একাধিক উন্নয়ন থমকে রয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিরা সেই সমস্যা মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট বৈতরণী পার করে ফেলে। নির্বাচন শেষ হলে সে সমস্যা সমাধান করতে পারেনি বাম আমলের সাংসদরা সহ গত বারের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ নিজেও। তবে নির্বাচন শেষ হতেই জুন মালিয়া জানিয়েছিলেন খড়্গাপুরের এই সমস্যার হাল এবার আমি ধরবো। রবিবার মেদিনীপুর শহরে একটি অনুষ্ঠানে এসে সেই কথাই আরো একবার জানিয়ে গেলেন তিনি।
মেদিনীপুর শহরের জগন্নাথ মন্দির

চক এলাকায় রথযাত্রা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন জুন মালিয়া।
সেই অনুষ্ঠান উদ্বোধন পর্বের পর সাংবাদিকদের সামনে বলেন-" ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা করব মানুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি জয়ী হয়েছি তা যেন পূরণ করতে পারি। সব থেকে বড় সমস্যা মেদিনীপুর লোকসভা খড়্গপুর রেলশহর। ওই এলাকায় একাধিক উন্নয়ন থমকে রয়েছে।
রেল কলোনি এলাকার বাসিন্দাদের সেই সমস্যা নিয়ে সংসদের সামনের অধিবেশনে বার্তা রাখবো। আমি শুরু থেকেই এই বিষয়টার সমাধানের পদক্ষেপ নিয়ে এগোবো। এজন্য রেলওয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হবে আমার।"

তাজপুরে সম্প্রীতির রথ উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতা

আপনজন: আমতার তাজপুরে প্রাচীন সম্প্রীতির রথে হাজারো ভক্ত দড়িতে টান দিয়ে তাজপুরের রায়পাড়া থেকে রথ কে নিয়ে গেল মাসির বাড়িতে।আর এই রথ টানা কে ঘিরে ভক্তদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।তাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-প্রধান গোলাম খাঁন জানান,"আমতা তাজপুরের এই রথযাত্রা দীর্ঘ প্রাচীন এই রথের মেলা দেখতে এবং রথের দড়িতে টান দিতে দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষজনের সমাগম ঘটে এই মেলায়।এদিনের এই রথযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন তাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-প্রধান গোলাম খাঁন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রথযাত্রায় শান্তির বার্তা শাসনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মতো উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শাসনেও সম্প্রীতির আবহে পালিত হল রথযাত্রা। এই রথযাত্রাকে ঘিরে বসে সম্প্রীতির রথের মেলাও। রথযাত্রা অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা রনজিত মণ্ডল, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক তথা হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা আব্দুল হাই, বারাসাত দুই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শম্ভু ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

ভাঙড়ে শিশু চুরির আতঙ্ক, ধাওয়া করায় শিশুদের ফেলে চম্পট দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: ঘটনাটি ভাঙড় প্রাইমারি স্কুলের। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের ভাঙড় থানার ঢিলছড়া দূরত্বেই ভাঙড় প্রাইমারি স্কুলের সামনে স্কুলের বাচ্চা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা। স্থানীয় সূত্র জানা যায় ভাঙড় প্রাইমারি স্কুলে আসছিল স্কুল পড়ুয়া দুই শিশু বাচ্চা। সেই সময় স্কুলের গেটের কাছে আসতে না আসতেই একটি ওমিনি মারুতি গাড়ি করে দই যুবক মুখে মাক্স পড়ে ওই দুই শিশু বাচ্চাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ছেলেধরা বলে অভিযোগ তুলে সেই সময় চিল্লাচিল্লি করলে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসার সাথে সাথেই ওই শিশু বাচ্চা দুজনকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় ওমিনি মারুতি গাড়িতে থাকা দুই যুবক।
এই ঘটনার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই ঘটনা স্থলে যায় ভাঙড় থানার পুলিশ এরপর পুলিশ গিয়ে ওই গাড়িটিকে ধাওয়া করে খোঁজার চেষ্টা করে কিন্তু খুঁজে না পাওয়াই সিসিটিভি ফুটে খতিয়ে খোঁজার

চেষ্টা করতে পুলিশ অন্যদিকে ওই শিশু স্কুল পড়ুয়া বাচ্চা দুজনকে উদ্ধার করে ভাঙড় থানায় নিয়ে আসে ভাঙড় থানার পুলিশ আধিকারিকরা পাশাপাশি এই ঘটনার পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে ভাঙড় থানার পুলিশ।
অন্যদিকে পুলিশের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় মানুষজন ও স্কুল পড়ুয়াদের গার্জেনরা, স্থানীয়দের অভিযোগ স্কুলের সামন থেকে এভাবে যদি স্কুলের বাচ্চাদের তুলে নিয়ে যায় তাহলে তারা কিভাবে স্কুলে পাঠাবে তাদের বাচ্চাদের নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছে স্থানীয় বাসিন্দারা।
অন্যদিকে ওই ভাঙড় প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি জানান বিষয়টি আমি স্কুলে এসে শুনেছি যে দুজন বাচ্চাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু নিয়ে যেতে পারিনি। এখানে সব গার্জেনরা এসেছে এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে আমরা স্কুলের তরফ থেকে ব্যবস্থা নেব এবং সজাগ থাকবো পাশাপাশি প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলবো যাতে কোন বাচ্চাকে স্কুলের বাইরে থেকে তুলে নিয়ে না যায়।

হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাকে উদ্ধার করে মা-কে দিল বারুইপুর আরপিএফ

আসিফা লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাকে বারুইপুর স্টেশনের আর পি এফ অধিকারিক বাচ্চার মায়ের হাতে তুলে দিলেন শনিবার রাতে। হারিয়ে যাওয়ার বাচ্চার নাম অভিজিৎ সিং। বাড়ী বারুইপুর থানার অন্তগত ধপধপি এলাকায়। অভিজিৎ এর মা সুজাতা দেবী বলেন নিউ গড়িয়া থেকে সন্ধ্যায় ডাউন লক্ষীকান্তপুর ট্রেনে ছেলেকে তুলে দিতে এসেছিল তার মায়ের কাছে।
সুজাতা দেবীর শশুরবাড়ি নিউ গড়িয়ায়। তার বাচ্চাকে ট্রেনে তুলেও দিয়েছিলেন।কিন্তু পরে দেখেন নিউ গড়িয়া স্টেশনে তার মা নেমে যায় ট্রেন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে নিউ গড়িয়া স্টেশন এর টিকিট কাউন্টারে রেলের কর্মীদের অভিযোগ করে। নিউ গড়িয়ার স্টেশন মাস্টার সোনারপুর স্টেশনের মাস্টারকে জানায় উনি বারুইপুর স্টেশন মাস্টারকে জানায়। বারুইপুর স্টেশন মাস্টার আরপিএফের আধিকারিকদের খবর দেয় সঙ্গে সঙ্গে।
আরপিএফে কর্মীরা দ্রুত তার সঙ্গে বারুইপুর ৪ নাম্বার প্লাকফর্ম এ যায় স্টেশনে ট্রেন ঢুকলে সেই ট্রেন থেকে উদ্ধার করে ছেলেকে। পরে তার মা সুজাতা সিং কে ফোন করে আধার কার্ড আনতে বলেন আর পি এফ আধিকারিক। সুজাতা দেবী আরপিএফ আধিকারিকদের কাছে গেলে আধিকারিক ওই বাচ্চাকে মায়ের হাতে তুলে দেন।
ছেলেকে পেয়ে মা খুব খুশি হয়েছেন। রেল পুলিশে এই কাজকে উনি বাওবা দেন। তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান আরপিএফ আধিকারিকদের।

ইস্পাত কারখানায় গলিত লোহায় ঝলসে গুরুতর আহত নজন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বেসরকারী ইস্পাত কারখানায় গলিত লোহায় ঝলসে গুরুতর আহত অন্তত ন'জন শ্রমিক। শনিবার সন্ধ্যায় বড়জোড়ার ঘুটগড়িয়া শিল্পাঞ্চলের ঘটনা।
স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ওই বেসরকারী কারখানার দ্বিতীয় সিফটের প্রায় শেষ পর্যায়ের কাজ চলছিল। সেই সময় হঠাৎ করেই গলিত লোহা নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ওই শ্রমিকদের উপরে পড়ে। তাতেই গুরুতর আহত হন ন'জন শ্রমিক। প্রথমে ওই শ্রমিকদের বড়জোড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আট জনকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
এদিন এই খবর জানিয়ে ঘুটগড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গণেশ মণ্ডল বলেন, দূর্ঘটনার খবর পেয়েই আমরা অ্যাম্বুল্যান্স ও দমকল পাঠাই।
তবে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর কোন ব্যবস্থা করেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ, তারাই বাইরে থেকে নিয়ে যাওয়া গাড়ি করে হাসপাতালে পাঠান বলে তিনি দাবি করেন।

ধারের টাকা শোধ না করায়, অপহরণ করে মুক্তিপণ সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ব্যারাকপুর

আপনজন: ৩৪ হাজার টাকা ধার নিয়ে পরিশোধ না করতে পারার জন্য মুক্তিপণ সাড়ে ৩ লাখ টাকা দেওয়ার দাবি। এলাকায় তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে বাড়িতে ফোন করে মুক্তিপণ চাওয়া হয় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা,আর তার সাথে চলে মারধর।পুলিশ সেই এলাকায় গেলে পুলিশকেও আটকে রাখার অভিযোগ। অবশেষে পুলিশের উদ্যোগেই অপহরণ হওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
ঘটনাটি ঘটে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নিউ ব্যারাকপুর থানা এলাকায়।পরিবার সূত্রে জানা যায়, নিউব্যারাকপুর ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কোদালিয়া তালপুকুর এর বাসিন্দা পূর্ণেন্দু ঘোষ। বিরাটির এক ব্যক্তির থেকে ৩৪ হাজার এবং ১৫ হাজার টাকা ধার হিসাবে নেয়। যদিও ১৫ হাজার টাকা পরিশোধ করলেও ৩৪ হাজার টাকা দিতে না পারায় গত শনিবার দুপুরে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় তিনজন বিরাটির নবনগরের বাসিন্দাকে।তারপরে বিরাটির নবনগরের মাঠের পাশে এক বাড়িতে আটকে রেখে চলে মারধর।

রাস্তায় পড়ে থাকা আহত প্রতিবন্ধীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন দুই যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: রাস্তার উপর পড়ে থাকা দুর্ঘটনাগ্রস্থ রক্তাক্ত প্রতিবন্ধী এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলেনয়মানবিক দুই যুবক।রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার নোনাঘেরী এলাকায়।জখম ব্যক্তির নাম সুনীল দাস। তার বাড়ি মাতলা ২ পঞ্চায়েতের মিঠাখালি গ্রামে।
বর্তমানে ওই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে প্রতিবন্ধী সুনিল দাস রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় একটি অটো-টোটো পাশ দেওয়া নিয়ে বচসা হয়।টোটো চালক প্রতিবন্ধী ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় অটো চালকও।দুর্ঘটনায় প্রতিবন্ধী ওই ব্যক্তির ডান পা মারাত্মক জখম হওয়ায় রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে কান্নাকাটি করছিলেন।এমন ঘটনা দেখে এগিয়ে আসেন স্থানীয় দুই যুবক সুমন রায় ও ছোট্টু অধিকারী।তারা দুর্ঘটনাগ্রস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ছোট্টু অধিকারী জানিয়েছে, দুর্ঘটনা ঘটেছিল।রাতের অন্ধকারে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছিল সুনীল।আমি ও আমার এক প্রতিবেশী সুমন রায় উদ্ধার করি। দুজনে মিলে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

প্রথম নজর

আবারও ইসরায়েলের সমালোচনা করলেন এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: আবারও ইসরায়েলি কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে গাজায় 'গণহত্যা এবং বর্বর হামলা' বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান।
রোববার জার্মানি থেকে ফেরার পথে বিমানে সাংবাদিকদের কাছে তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, ইসরায়েলের উচিত এই গণহত্যা এবং অমানবিক হামলা একেবারেই বন্ধ করা।'
এরদোগান দাবি করে বলেন, 'আজ পর্যন্ত ইসরায়েলই ক্রমাগত আক্রমণ এবং গণহত্যার ওপর জোর দিয়ে এসেছে। ইসরায়েলই মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইনকে পদদলিত করে চলেছে।'
তুর্কি নেতা এ সময় ইসরাইলের আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 'তারা (ইসরায়েলি নেতারা) লেবাননকে নিজেদের করায়ত্বে নেওয়ার জন্য হুমকি দেয়। তবে ইসরায়ে লকে অবশ্যই এই অঞ্চলে সংঘাত ছড়ানোর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে।'

বিদেশিদের নাগরিকত্ব দিচ্ছে সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: এবার মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরব তেল নির্ভরতা কমিয়ে অন্যান্য সৃজনশীল কাজে বেশি বিনিয়োগের অংশ হিসেবে বিদেশিদের নাগরিকত্ব দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) প্রথম সারির বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বেশ কয়েকজন প্রবাসীদের নাগরিকত্ব দিয়েছে সৌদি।
সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) খবরে বলা হয়েছে, বিদেশি বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, গবেষক, উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা এবং অনন্য দক্ষতা ও বিশেষত্বের অধিকারী প্রতিভাবানদের নাগরিকত্ব প্রদান করবে সৌদি আরব। সৌদি আরবের সংবাদ সংস্থা এসপিএর বরাতে সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ বলছে, সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি ডিক্রি জারি করেছে সৌদি প্রশাসন। নাগরিকত্ব পাওয়াদের মধ্যে রয়েছেন বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, গবেষক, উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা ও আরো কয়েকটি পেশার বেশ কয়েকজন। তবে, ঠিক কতজনকে এই নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে, তা প্রতিবেদনে বলা হয়নি। সংবাদ সংস্থা এসপিএ এর প্রতিবেদনে বলা হয়, সৌদি ভিশন ২০৩০-এর বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়। দেশটি চাইছে তেলনির্ভরতা কমিয়ে আনতে। আর অন্যান্য সৃজনশীল খাতের মধ্যে কোন ক্ষেত্রটিতে বেশি বিনিয়োগ করা হবে বা টার্গেট করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করা হয়নি।
সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম আশারক আল আওসাত বলছে, ইতোমধ্যে সৌদিতে যাদের নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে তারা আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সিঙ্গাপুর থেকে এসেছেন। এ তালিকায় রয়েছেন আমেরিকার নাগরিক হেভোলিউশন ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী মেহমুদ খান, বিজ্ঞানী জ্যাকি ইউ-রু ইং, লেবাননের বিজ্ঞানী নেভিন কাশাব।
উল্লেখ্য, ২০২১ সালে সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো বিদেশিদের এমন নাগরিকত্ব অনুমোদন দেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। এর তিন বছর পর আবারো এই অনুমোদন মিললো।

নতুন গিলাফে আবৃত হল পবিত্র কাবা

আপনজন ডেস্ক: মুসলিমদের পবিত্র স্থাপনা কাবা শরিফকে নতুন গিলাফে মোড়ানো হয়েছে।
শনিবার (৬ জুলাই) পুরোনো গিলাফ সরিয়ে কাবার দেওয়ালে নতুন গিলাফ পড়ানো হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সি।
জানা গেছে, বর্তমানে আরবি নতুন বছর ১৪৪৬ হিজরির প্রথম প্রহরে পবিত্র কাবার এ গিলাফ পরিবর্তন করা হয়। হিজরি নববর্ষকে স্মরণীয় করতে গত বছর থেকে এই উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। এর আগে প্রতি বছর হজের সময় আরাফার দিন সকালে কাবার গিলাফ পরিবর্তন করা হতো। তবে গত দুই বছর হিজরি নববর্ষের প্রথম দিন কাবার গিলাফ পাল্টানো হচ্ছে।
সৌদি প্রেস এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়, কাবার গিলাফ পরিবর্তনের কাজ ১৬৯ জন দক্ষ প্রযুক্তিবিদ ও কারিগরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পুরনো গিলাফটি সরিয়ে নতুন গিলাফ পড়াতে তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগে। এ কাজ শুরু করা হয় কজ হাতিম থেকে। হাতিম হচ্ছে কাবা শরিফের উত্তর পার্শ্বের অর্ধবৃত্তাকার দেয়ালঘেরা স্থান।
কাবার গিলাফ তৈরি করা হয়, কিং আব্দুল আজিজ কিসওয়াহ কমপ্লেক্সে। এটি প্রস্তুত করতে কাজ করেন ২০০-এর অধিক কর্মচারী। এই কর্মচারীরা গিলাফ তৈরির বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়ে থাকেন। গিলাফটি মোট ৫৬টি টুকরায় তৈরি করা হয়। আর এগুলো একেকটি তৈরি করতে সময় লেগেছে ৬০ থেকে ১২০ দিন। কাবার আবরণ প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হয় ১ হাজার কেজি কাঁচা রেশম, ১২০ কেজি সোনা এবং ১০০ কেজি রূপার সুতো। কাবার গিলাফ উত্পাদন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত উপকরণগুলি সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা করা হয়। উপাদান পরীক্ষার জন্য একটি পরীক্ষাগারও রয়েছে।

ব্রিটেনের ৫৮ প্রধানমন্ত্রীর ৩১ জনই অক্সফোর্ডের শিক্ষার্থী

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনে নবনির্বাচিত কিয়ার স্টারমার দেশটির ৫৮তম প্রধানমন্ত্রী। এই ৫৮ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে স্টারমারসহ ৩১ জনই বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন।
জানা গেছে, ৩১ জনের মধ্যে ১৩ জন অক্সফোর্ডরে ক্রাইস্ট চার্চে, ৩ জন ট্রিনিটিতে, ৪ জন ব্যালিওলে, ২ জন ব্রেসনোজে ও ১ জন করে হার্ট ফোর্ড (সাবেক হার্টহল), জিসাস কলেজ, সেন্ট হিউজ, সেন্ট জনস, সোমারভিল, ইউনিভার্সিটি কলেজ, সেন্ট এডমন্ড হল, মার্টন ও লিঙ্কনে লেখাপড়া করেছেন।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ব্রিটেনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন আর্ল অব উইলমিংটন। অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজের এই ছাত্র হুইগ পার্টির নেতা ১৭৪২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭৪৩ সালের জুলাই পর্যন্ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী হন হার্ট হলের (বর্তমান হার্টফোর্ড) ছাত্র হেনরি পেলহাম, ক্রাইস্ট চার্চের জর্জ গ্রেনভিলে, ট্রিনিটির আর্ল অব চ্যাটহাম, ট্রিনিটির লর্ড নর্থ, ক্রাইস্ট চার্চের ডিউক অব পোর্টল্যান্ড, ক্রাইস্ট চার্চের আর্ল অব শ্যালবোর্ন, ব্রাসেনোসের হেনরি এডিংটন, ক্রাইস্ট চার্চের লর্ড গ্রেনভিলে, ক্রাইস্ট চার্চের আর্ল অব লিভারপুল, ক্রাইস্ট চার্চের জর্জ কেনিং, ক্রাইস্ট চার্চের স্যার রবার্ট পিল, ক্রাইস্ট চার্চের আর্ল অব ডার্বি, ক্রাইস্ট চার্চের উইলিয়াম ইউয়ার্ট গোল্ডস্টোন, ক্রাইস্ট চার্চের আর্ল অব রোজবেরি, ক্রাইস্ট চার্চের মারকুজ অব সালিসবারি, ব্যালিওলের এইচ এইচ আশকুইথ, ইউনিভার্সিটি কলেজের ক্লামেন্ট আটলি, ক্রাইস্ট চার্চের অ্যান্থনি ইডেন, ব্যালিওলের হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, ক্রাইস্ট চার্চের স্যার আলেস ডগলাস হোম, ব্যালিওলের এডওয়ার্ড হিথ, জেসাসের হ্যারল্ড উইলসন, সোমারভিলের মার্গারেট থেচার, সেন্ট জোনসের টনি ব্লেয়ার, ব্রাসেনোর ডেভিড ক্যামেরন, সেন্ট হিউজের থেরেসা মে, ব্যালিওলের বরিস জনসন, মার্টনের লিজ ট্রাস, লিঙ্কনের ঋষি সুনাক এবং সেন্ট এডমন্ড হলের কিয়ার স্টারমার।
উল্লেখ্য, ১০৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজিভাষী বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইতালির ইউনিভার্সিটি অফ বোলোগনার পর বিশ্বের দ্বিতীয়-প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ, মন্ত্রীদের বাড়িঘরে ভাঙচুর

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের কাছে থাকা জিম্মিদের মুক্তির দাবি নিয়ে ইসরায়েলি সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগে আবারও বিক্ষোভ করছেন সাধারণ ইসরায়েলিরা। এ সময় বিক্ষোভকারীরা মন্ত্রিদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেয়। রোববার (৭ জুলাই) স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, বিক্ষোভকারীরারা বিভিন্ন সড়কে অবস্থান নিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়। এছাড়া পুলিশি বাধার আগেই তারা তেল আবিব ও জেরুজালেম হাইওয়েতে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে।
গত ৯ মাস ধরে গাজায় চলা ইসরায়েলি হামলার মধ্যে সম্প্রতি জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে একটি চুক্তি আশার আলো দেখতে যাচ্ছে। তবে উভয় পক্ষের সহযোগিতার অভাবে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হচ্ছে না। এদিকে গাজায় গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় ৩৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশ নারী ও শিশু।
বিক্ষোভকারীদের কয়েকটি দল পোস্টার হাতে নিয়ে কয়েকজন মন্ত্রী ও এমপিদের বাড়ির সামনে গিয়ে ব্যর্থ, ব্যর্থ বলে চিৎকার করেন।

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ইসরায়েলের জবাবের অপেক্ষায় হামাস

আপনজন ডেস্ক: গাজায় একটি যুদ্ধবিরতি বিষয়ক প্রস্তাবে ইসরায়েলের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। রোববার (৬ জুলাই) হামাসের দুই কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছে। মার্কিন প্রস্তাবিত এই চুক্তির শর্তগুলোতে সম্মতি জানানোর ৫ দিন পর এমন মন্তব্য করলো হামাস। নাম প্রকাশ না করার শর্তে হামাসের দুই কর্মকর্তার একজন বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, 'আমরা মধ্যস্থতাকারীদের কাছে আমাদের জবাব জানিয়েছি। এখন আমরা দখলদারদের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছি।'
চলতি বছরের মে মাসে তিন ধাপের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। যুদ্ধবিরতিটির লক্ষ্য হলো যুদ্ধ বন্ধ করা এবং হামাসের হাতে যেসব জিম্মি রয়েছে তাদের মুক্ত করা। অপর এক ফিলিস্তিনি সূত্র জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে কাতারের সঙ্গে কথা বলছে দখলদার ইসরায়েল।
তিনি রয়টার্সকে বলেছেন, 'তারা কাতারের সঙ্গে হামাসের জবাব নিয়ে কথা বলেছে এবং কথা দিয়েছে কয়েকদিনের মধ্যে নিজেদের জবাব দেবে।'
তবে এ বিষয়ে ইসরায়েলি সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স। নাম প্রকাশ না করার শর্তে শনিবার হামাসের একটি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, গাজা নিয়ন্ত্রণকারী হামাস দাবি করেছে, কোনও চুক্তিতে স্বাক্ষর করার আগে ইসরায়েলকে গাজায় একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এর পরিবর্তে চুক্তির অধীনে প্রথম ধাপের ৬ সপ্তাহের মধ্যে এই শর্ত বাস্তবায়নে আলোচনার জন্যও আগ্রহী হামাস। এই শান্তি প্রচেষ্টার বিষয়ে অবগত এক ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইসরায়েল প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে গাজায় যুদ্ধ বন্ধ হবে। আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে আলোচনা করতে কাতার যাবেন ইউএস সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স এজেন্সির ডিরেক্টার উইলিয়াম বার্নস। বিষয়টির সম্পর্কে অবগত একটি সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ায় শুরু করা পাল্টা হামলায় এখন পর্যন্ত ৩৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের মতে, হামাসের ওইদিনের হামলায় এক হাজার ২০০ লোক নিহত হন। এসময় আরো প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যায় সশস্ত্র যোদ্ধারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নবনির্বাচিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে 'পরামর্শ' টনি ব্লেয়ারের

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনের সাবেক লেবার প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারকে রবিবার 'অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা' করার আহ্বান জানিয়েছেন। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়া স্টারমারকে সতর্ক করে এদিন তিনি বলেন, অভিবাসনবিরোধী রিফর্ম ইউকে পার্টি লেবারকেও চ্যালেঞ্জ করেছিল, শুধু কনজারভেটিভ পার্টিকে নয়।
ব্রেক্সিটের আগ্রাসী নেতা নাইজেল ফারাজের নেতৃত্বাধীন রিফর্ম ইউকে পার্টি নির্বাচনে ডানপন্থী ভোটে ভাগ বসিয়ে কনজারভেটিভদের সর্বাধিক ক্ষতি করেছে। তারা সংসদে পাঁচটি আসন ও ভোটের ১৪ শতাংশ জিতেছে। তাই পরবর্তীতে লেবার ভোটারদের দিকে দলটি নজর দেবে বলে ফারাজ সতর্ক করেছেন।
সানডে টাইমসে 'মাই অ্যাডভাইস টু কিয়ার স্টারমার' শিরোনামে একটি নিবন্ধে ব্লেয়ার লিখেছেন, 'পশ্চিমাবিশ্বের সর্বত্র ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলগুলো বিঘ্নিত হচ্ছে। সিস্টেম নতুন প্রবেশকারীদের আবির্ভাবের সুযোগ দিচ্ছে, তারা সর্বত্র দাঙ্গা চালাচ্ছে। ফ্রান্স বা ইতালির দিকে তাকান। আমাদের অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের একটি পরিকল্পনা দরকার। যদি আমাদের নিয়ম না থাকে, আমরা পক্ষপাতদুষ্ট হব।' টনি ব্লেয়ার একমাত্র লেবার নেতা, যিনি ১৯৯৭ সালে নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে পর পর তিনটি নির্বাচনে দলকে বিজয়ী করেছেন। তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) শক্তি ব্যবহার সম্পর্কেও নিবন্ধে 'পরামর্শ' দিয়েছেন।
তিনি বলেন, ডিজিটাল আইডি প্রযুক্তির মাধ্যমে অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম সমাধান সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করেন, যা নির্বাচনী প্রচারণার সময় মূল বিষয় ছিল। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের উচিত, পৃথিবী যেভাবে ডিজিটাল আইডির দিকে এগোচ্ছে, সেভাবে এগোনো। যদি না হয়, তাহলে নতুন সীমান্ত নিয়ন্ত্রণগুলো অত্যন্ত কার্যকর হতে হবে।' এ ছাড়া ব্লেয়ারের অন্যান্য পরামর্শের মধ্যে 'আইন ও শৃঙ্খলায় কঠোর নতুন পদ্ধতির' উল্লেখ ছিল। কারণ 'বর্তমানে অপরাধসংক্রান্ত উপাদানগুলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চেয়ে দ্রুত আধুনিক হচ্ছে'। তবে সরকার ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রবর্তন বাতিল করেছে। ব্যবসামন্ত্রী জনাথন রেনল্ডস প্রথমে বলেছিলেন, নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার এই বিষয়ে 'সব পরামর্শের উৎস' পরীক্ষা করবেন। কিন্তু পরে তিনি বলেন, 'আমরা এটি বাতিল করতে পারি, এটি আমাদের পরিকল্পনার অংশ নয়।'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

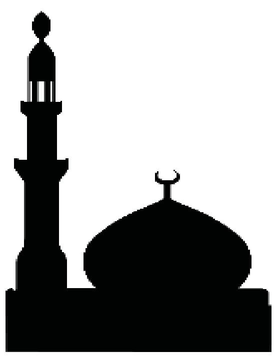

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৬	৪.৫৮
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.৩০	
এশা	৭.৫০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

নেপালে ভারী বৃষ্টিতে ভূমিধস ও বন্যায় নিহত ১১

আপনজন ডেস্ক: নেপালে গত ৩৬ ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে ১২ জন। এ ছাড়া নিখোঁজ রয়েছে আরো ৮ জন। রোববার (০৭ জুলাই) দেশটির কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, টানা বৃষ্টিপাতের কারণে দেশটির মূল সড়ক ও মহাসড়ক বন্ধ হয়ে গেছে।
নেপালের পুলিশ মুখপাত্র ড্যান বাহাদুর কার্কি জানিয়েছেন, প্রবল বন্যায় অন্তত আট জন নিখোঁজ।

পাপুয়া নিউ গিনির প্রভাবশালী মন্ত্রী অস্ট্রেলিয়ায় গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার সিডনির সমুদ্র সৈকতে এক নারীকে মারধর করে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে পাপুয়া নিউ গিনির প্রভাবশালী মন্ত্রী জিমি মালাডিনাকে গ্রেফতার করেছে অস্ট্রেলিয়া। শনিবার (৬ জুলাই) সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রোববার (৭ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এএফপি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিডনির বিখ্যাত বন্ডি বিচের কাছে 'ঘরোয়া বিরোধের' পরে পাপুয়া নিউ গিনির প্রভাবশালী পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ রোববার জানিয়েছে।
গ্রেফতারকৃত ওই মন্ত্রীর নাম জিমি মালাডিনা। তিনি পাপুয়া নিউ গিনির পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী এবং একইসঙ্গে দেশটির লাভজনক প্রাকৃতিক গ্যাস প্রকল্প নিয়ে চলমান আন্তর্জাতিক আলোচনার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শনিবার সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ বলেছে, মারধরের ঘটনার পর তাদের বন্ডির কাছে একটি ঠিকানায় ডাকা হয়। পরে তারা সেখানে 'মুখের আঘাতসহ ৩১ বছর বয়সী এক নারীকে' খুঁজে পায়। অভিযোগ করা হয়েছে, মন্ত্রী মালাডিনার সাথে ওই নারীর 'বিবাদ' হয়েছিল।

গাজায় জাতিসংঘের স্কুলে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ১৬

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় জাতিসংঘ পরিচালিত একটি স্কুলে ইসরায়েলি বোমা হামলায় অন্তত ১৬ জন নিহত হয়েছেন। এ হামলায় আহত হয়েছে আরো অন্তত ৫০ জন। জানা গেছে, ভবনটিতে প্রায় সাত হাজার বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়েছিল।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, স্কুলে হামলায় অন্তত ১৬ জন নিহত এবং ৫০ জনের বেশি আহত হয়েছে। গাজা সিভিল ইমার্জেন্সি সার্ভিসের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেছেন, আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। এক বিবৃতিতে মাহমুদ বাসাল বলেছেন, স্কুলে হামলার অর্থ হলো গাজার কোনো জায়গা নিরাপদ নয়। যদিও এসব ফিলিস্তিনি পরিবার হামলা থেকে বাঁচতেই ঘরবাড়ি ছেড়ে স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিল। ঘটনাস্থলের একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ধুলো ও ধ্বংসস্তূপপূর্ণ রাস্তায় কয়েকটি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি চিৎকার করছেন এবং তারা আহতদের সহায়তার জন্য দৌড়ে যাচ্ছেন।
একটি স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী একটি কক্ষ লক্ষ্য করে হামলা চালায়। তাদের অভিযোগ হামাস সদস্যরা ওই কক্ষ ব্যবহার করছেন। তবে, এ অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি বিবিসি। প্রত্যক্ষদর্শীরা বিবিসিকে জানিয়েছে, একটি ব্যস্ত বাজারের কাছে অবস্থিত স্কুলের উপরের তলাগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

আবাসিক শিক্ষক চাই

দানবীর অ্যাকাডেমি

বাড়গড়চুমুক, শ্যামপুর, হাওড়া, পিন-৭১১৩১২

9143076708 9734387558

বিষয়	শ্রেণি	যোগ্যতা
গণিত, ভৌত বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান	মাধ্যমিক	B.Sc / M.Sc
ইংরেজি, ভূগোল	মাধ্যমিক	B.A / M.A

বিঃ দ্রঃ— বি.এড এবং অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ যে কোনও প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আগামী ১৫.০৭.২০২৪ তারিখের মধ্যে নিজের বায়োডেটা উপরে দেওয়া নম্বরে Whatsapp করতে হবে অথবা মেল করুন— danbir.academy@gmail.com এ।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৮৩ সংখ্যা, ২৪ আষাঢ় ১৪৩১, ১ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

পিস অব মাইন্ড

‘আমার এ ঘর বহু যতন করে/ ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।’ ইহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের দুইটি লাইন। মানুষের যখন ঘর থাকে তখন সেই ঘরে দিনে দিনে ধুলোময়লাও পড়ে। এখন কোনো গৃহকর্তা যদি অনেক দিন পর তাহার চতুষ্পার্শ্বের কোনায় কোনায় খোঁজখবর লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, যেইখানে তিনি হাত দিতেছেন সেইখানেই সমস্যা। সেই যে প্রবাদ রহিয়াছে—সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা? চারিদিকে কেবল সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা। সমস্যা নিরসনে সুবেহ সাদেকে উঠিয়া গৃহকর্তা যদি আবর্জনার পরিমাপ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এক পর্যায়ে তাহার মাথা মরুতপ্ত উষ্ণ দিনের মতো ক্রমশ গরম হইতে হইবে। ঊর্ধ্বমুখে চড়িতে থাকিবে পারদ। তাহার পর, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন—এই তপ্ত মাথায় কোনো সমাধান তো আসিবেই না, বরং সমস্যার স্তূপে চাপা পড়িয়া তাহার ব্রেইন স্ট্রোক হইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ হঠাত্ রাগিয়া এমনই অস্থির হইয়া পড়েন যেন পারিলে তিনি পৃথিবীটাকেই ওলটপালট করিয়া দিবেন। মাথা গরমে কাহার ক্ষতি হয় বলা মুশকিল, তবে যিনি রাগেন, ক্ষতিটা তাহারই সবচাইতে বেশি হয়। সুতরাং মাথা ঠান্ডা রাখিবার কোনো বিকল্প নাই। কারণ, সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়—পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া।

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতলযুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। অথচ যেই সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহা করিতে মহান সৃষ্টিকর্তা নিষেধ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হইয়াছে—‘পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না।’ (সুরা-২ আল-বাকারা, আয়াত : ১১)। মানুষ তো এই বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। মানুষকে মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করা যায়। আবার বিশ্বপ্রকৃতির মাধ্যমেও চেনা যায় মানুষের প্রকৃতি। আমরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে পুরা বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইব—যে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ন্যূনতম দুইটি পক্ষের অস্তিত্ব থাকে। উজান হইতে জলস্রোত ভাটির দিকে গড়াইয়া পড়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বন্দ্বে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার হেরফের ঘটে। উষ্ণ বায়ু হালকা হইয়া ধাবিত হয় তুলনামূলক শীতল বায়ুর দিকে। তাহার সহিত জলীয়বাষ্প যুক্ত হইয়া সৃষ্টি হয় ঝড়ের। ঝড় শেষে ঠান্ডা হয় প্রকৃতি। উষ্ণতাও চলিয়া যায়, ঝড়ও থামিয়া যায়।

এই জগত্ এক সমস্যাসংকুল জায়গা। এইখানে পথে-পথে পদে-পদে বিপদ-আপদ ঝামেলা-জটিলতা ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। ঘরে ও বাহিরে—সকল ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। এই জন্য যখন কেহ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন তখন তাহাতে শপথ লইতে হয় যে, তিনি কোনো কাজ ‘রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া’ করিবেন না। সুতরাং আমাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো কাজে ‘রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইবার কোনো অবকাশ নাই। যদিও অনেকে ইহা স্মরণে রাখেন না। যাহারা রাখেন না, ইহা তাহাদের সমস্যা। নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো পদে আসীন থাকিবার যোগ্যতা থাকে না। তবে যেইখানে আগাছা অধিক, সেইখানে অনিয়মই নিয়ম হইয়া যায়। আর তাহাতেই যত অনিষ্ট ঘটে। তাহারাই সিলসিলা আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখিতে পাই। এই অবস্থায় আরো অধিক মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। কারণ, প্রথমেই বলা হইয়াছে—সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে।

আর্জেন্টিনা কেন ইসরায়েলের এত বড় বন্ধু হয়ে গেল

গত বছরের অক্টোবর মাসে হামাস যখন ইসরায়েলে আক্রমণ করছিল, সে সময় আর্জেন্টিনার ভোটাররা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম দফার ভোট দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আর্জেন্টিনার রাজনীতিবিদ ও প্রার্থীরা খুব দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। মধ্যবামপন্থী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী আলবার্তো ফার্নান্দেজ থেকে শুরু করে উগ্র ডানপন্থী হাভিয়ার মিলেই (বর্তমান প্রেসিডেন্ট)—সবাই ইসরায়েলের প্রতি সংহতি জানিয়ে হামাসকে নিন্দা করলেন। তাঁদের কেউই গাজা, ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনিদের কথা উল্লেখ করলেন না। লিখেছেন **জদর জলিত...**

গত বছরের অক্টোবর মাসে হামাস যখন ইসরায়েলে আক্রমণ করছিল, সে সময় আর্জেন্টিনার ভোটাররা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম দফার ভোট দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আর্জেন্টিনার রাজনীতিবিদ ও প্রার্থীরা খুব দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করেন।

মধ্যবামপন্থী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী আলবার্তো ফার্নান্দেজ থেকে শুরু করে উগ্র ডানপন্থী হাভিয়ার মিলেই (বর্তমান প্রেসিডেন্ট)—সবাই ইসরায়েলের প্রতি সংহতি জানিয়ে হামাসকে নিন্দা করলেন। তাঁদের কেউই গাজা, ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনিদের কথা উল্লেখ করলেন না।

বামপন্থী প্রার্থী মেরিয়াম ব্রেগম্যান অবশ্য নিরীহ মানুষের প্রাণহানির ঘটনার দুঃখ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের বিতর্ককালে তিনি বর্তমান সংঘাতের জন্য ইসরায়েলের দখলদারি ও বর্ণবাদকে দায়ী করেন।

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের মধ্যে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনই ছিল প্রভাববিস্তারী। নতুন প্রেসিডেন্ট মিলেইয়ের প্রশাসন সরাসরি ইসরায়েলপন্থী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে। যদিও কিছু আরব গণমাধ্যম ভুলভাবে উপস্থাপন করছে যে লাতিন আমেরিকার সব দেশই ফিলিস্তিনের প্রতি সংবেদনশীল।

গাজা যুদ্ধের শুরুর দিকে আলজাজিরা ফিলিস্তিনের প্রতি লাতিন আমেরিকার ব্যাপক সমর্থনের দৃষ্টান্ত হিসাবে মহাদেশটির সরকারগুলোর বিবৃতি তুলে ধরেছিল। দ্য নিউ আরব-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ‘লাতিন আমেরিকা কেন ফিলিস্তিনের প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল’ এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য থেকে অঞ্চলটির ক্রমাগত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, বামপন্থী আন্দোলন ও আরব দেশগুলো থেকে যাওয়া অভিবাসীর সংখ্যাকে কারণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এর বিপরীতে ব্রাজিলের শিক্ষাবিদ ফার্নান্দো ব্রাঙ্কোলি দেখিয়েছেন রাজনৈতিক মতাদর্শ, অভিবাসী রাজনীতি ও নিরাপত্তা সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে লাতিন আমেরিকার সরকারগুলো কীভাবে ইসরায়েলপন্থী ও ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থান গ্রহণ করে।

মতাদর্শিক সখ্য

২০১০ সালে ক্রিস্টিনা ফার্নান্দেজ দে কির্চনার যখন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট তখন দেশটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাঁর মধ্যবাম সরকার পেরোনিজমের তিনটি নীতি পুনর্জীবন করতে চেয়েছিল। সেগুলো হলো সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পেছনে ছিল ক্রিস্টিনা সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শ।

এ স্বীকৃতি ছিল ২০০০-এর শূন্যের দশকের শুরুর দিকে লাতিন আমেরিকায় যে ‘গোলাপি জোয়ার’ শুরু হয়েছিল, তারই একটি প্রতিফলন। বামপন্থী রাজনীতির উত্থান, জোরালো আঞ্চলিক সংহতি ও যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আরও স্বায়ত্তশাসন অর্জন—এই বিষয়গুলোই ছিল এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূল কেন্দ্র। মেক্সিকো ও পানামা ছাড়া লাতিন আমেরিকার সব কটি দেশেই এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিকে মোড় নিয়েছিল। ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পেছনে আর্জেন্টিনার সেই অবস্থান ছিল যুগের হাওয়ায় গা ভাসানোর মতো ব্যাপার।

সেই গোলাপি জোয়ারে একসময় ভাটার টান এল। এরপর লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে রক্ষণশীল, জাতীয়তাবাদী ও যুক্তরাষ্ট্রপন্থী সরকার ক্ষমতায় এল। দৃষ্টান্ত হিসেবে ২০০৯ সালে হন্ডুরাসের সামরিক অভ্যুত্থান ও ২০১২ সালে প্যারাগুয়ের প্রেসিডেন্টের অভিশংসনের কথা বলা যায়।

২০১২ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় ডানপন্থীরা ক্ষমতায় বসে। এটি ছিল লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে নতুন আরেকটি তরঙ্গ।

এ সময়ে ব্রাজিলের জইর বলসোনারো ও আর্জেন্টিনার মাউরিসিও মাক্রির মতো প্রেসিডেন্টরা খোলাখুলিভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন দেন এবং লাতিন আমেরিকা-ইসরায়েল সম্পর্কের আদর্শিক সখ্যের প্রাসঙ্গিকতাকে আরও বেশি স্পষ্ট করে তোলেন। আর্জেন্টিনার নতুন প্রেসিডেন্ট হাভিয়ার মিলেইয়ের রক্ষণশীল সরকারের অবস্থান জইর বলসোনারোর অবস্থানের সঙ্গে মিলে যায়।

মিলেই বেশ কয়েকবার ইসরায়েলের প্রতি তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দ্বিতীয় দফা নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি ইসরায়েলের পতাকা ওড়ান।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মিলেই প্রথম বিদেশ সফর করেন ইসরায়েলে। জেরুজালেমে তাঁর দেশের দূতাবাস খোলার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, ইরান প্রতিশোধ নিলে ইসরায়েলের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ঘোষণা করেন। এমনকি জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সদস্যপদ দেওয়ার বিরোধিতা করে আর্জেন্টিনার নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি থেকে সরে আসেন তিনি।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মিলেইকে ইহুদি রাষ্ট্রের মহান বন্ধু বলে উচ্ছসিত প্রশংসা করেন।

অভিবাসী রাজনীতি

আর্জেন্টিনা-ইসরায়েল সম্পর্ক বিবেচনায় নিলে অভিবাসী রাজনীতি, বিশেষ করে ইসরায়েলি লবি দেশটির পররাষ্ট্রনীতি বদলে দিতে বড় কোনো ভূমিকা রাখতে পারে, এমন তথ্য-প্রমাণ খুব একটা নেই।

দীর্ঘদিন ধরেই আর্জেন্টিনা একটা নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রেখে আসছিল। তারা যে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল—দুই রাষ্ট্র সমাধান চায়, এই নীতি ছিল তারই প্রতিফলন। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত ১৮১ (২) নম্বর প্রস্তাবটি ভোটদানে বিরত থাকে। এই প্রস্তাবে ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদি দুই রাষ্ট্রে ভাগ করার কথা বলা হয়েছিল।

জাতিসংঘের ৩৩৭৯ নম্বর প্রস্তাবটিতেও ভোটদানে বিরত ছিল আর্জেন্টিনা। এই প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘জায়নবাদ বর্ণবাদ ও বর্ণবাদী বৈষম্যের একটি রূপ।’ ২০১০ সালে জাতিসংঘে উত্থাপিত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রস্তাবে আর্জেন্টিনার সমর্থনটা ছিল অভিবাসী রাজনীতি থেকে পৃথক একটি বিষয়। স্থানীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতির ফলাফল ছিল সেটি।

এ ছাড়া ইহুদি সম্প্রদায় আর্জেন্টিনার মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ। তারা নানা দলে বিভক্ত।

আর্জেন্টাইন সমাজের সঙ্গে ইহুদিদের মিশে যাওয়া এবং এই সম্প্রদায়ের মধ্যকার ভিন্নতা—এই দুই কারণে ইসরায়েলপন্থী এজেন্ডা বাস্তবায়নে দেশটির ইহুদিদের একত্র হওয়ার ক্ষমতা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। ফলে ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে অভিবাসী রাজনীতির চেয়ে মতাদর্শিক সখ্য ও নিরাপত্তাসহায়তা অনেক বড় ভূমিকা রাখে।

নিরাপত্তা সহযোগিতা

ইসরায়েল থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে অস্ত্র, নজরদারি সরঞ্জাম ও নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ যে এসেছে সেটা ভালোভাবেই প্রমাণিত।

১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে ইসরায়েলের সংবাদপত্র হারেৎজে প্রকাশিত প্রতিবেদন জানাচ্ছে, ‘দেড় মাস সময়ের মধ্যে ইসরায়েলের তিনজন জেনারেল আর্জেন্টিনা সফর করেন।’ লাতিন আমেরিকা ও ইসরায়েলের মধ্যকার সামরিক সম্পর্ক নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ১৯৮১ সালের মধ্যে আর্জেন্টিনা ইসরায়েল থেকে অস্ত্র কেনা ১৭ শতাংশ বাড়িয়েছিল।

আর্জেন্টিনার কর্তৃত্ববাদী-আমলাতান্ত্রিক সরকারকে ইসরায়েল অস্ত্র বিক্রি করত। তারা আর্জেন্টিনায় মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল।

২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট মাক্রির আমলে আর্জেন্টিনার সঙ্গে ইসরায়েলের নিরাপত্তা সহযোগিতা নতুন উচ্চতায় ওঠে। সে বছরই ইসরায়েলের কাছ থেকে টহল নৌযান ও নজরদারি সরঞ্জাম কেনে আর্জেন্টিনা। নিরাপত্তা সহযোগিতা দীর্ঘদিন ধরেই আর্জেন্টিনা-ইসরায়েল সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। মিলেইয়ের আমলে সেটি আরও গভীর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জদর জলিত, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে আর্জেন্টাইন সাংবাদিক ও গবেষক, মিডলইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তভাবে অনূদিত

মিয়ানমার জান্তার নৃশংসতা, এক হাজার বেসামরিককে হত্যা

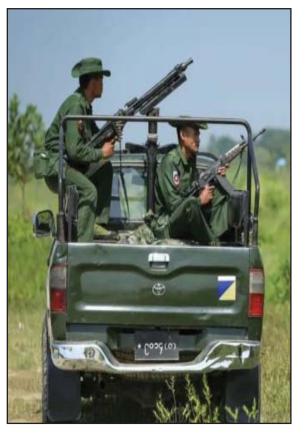

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের গত ছয় মাসে মিয়ানমার জান্তা বাহিনী এক হাজার ৭৬ জনকে হত্যা করেছে। ওয়াচডগ গ্রুপ অ্যাসিস্টেন্স অ্যাসোসিয়েশন ফর পলিটিক্যাল প্রিজনারের (এএপিপি) বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে মিয়ানমারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে ক্রমাগত হেরেই চলেছে জান্তা বাহিনী। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্কুল, গ্রাম, হাসপাতাল, বাজার, ক্যাম্প ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিমান হামলা ও বোমাবর্ষণের পরিমাণ জোরালো করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী।

এএপিপি বলছে, চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত মিয়ানমার জান্তা বাহিনী সবচেয়ে বেশি হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে সাগাইং অঞ্চলে। সেখানে নিহত হয়েছে ৩১৩ জন। এরপরেই রয়েছে রাখাইন রাজ্য। এই রাজ্যে মিয়ানমার জান্তা বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছে ২৫৯ জন।

মানবাধিকার এই সংস্থাটি জানিয়েছে, মিয়ানমার জান্তা বাহিনীর বিমান হামলায় নিহত হয় ৩০৮ জন এবং বোমাবর্ষণে নিহত হয়েছে ৩১৮ জন। নিহতদের মধ্যে ৩৪৮ জন নারী। এ ছাড়া ১৫ জন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এবং ৩০ জন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের।

এএপিপি আরও জানায়, ২০২১ সালে অভ্যুত্থানের পর থেকে দেশটির জান্তা সরকার অন্তত ২৭ হাজার বেসামরিককে গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া এই সময়ে নিহত হয়েছে পাঁচ হাজার ৩০০ জন।

জাতিসংঘে নিযুক্ত মিয়ানমারের সরকারবিরোধী রাষ্ট্রদূত ইউ কিয়াও তুন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে দেশটির জনগণের দুর্দশা নিয়ে চিঠি লিখেছেন।

তিনি বলেছেন, আমি আবারও বলতে চাই মিয়ানমারের জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবিলম্বে এবং সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের জরুরি প্রয়োজন।

ট্রাম্পের সমর্থকেরা কোন গণতন্ত্র চান?

ইয়ান বুরুমা

প্রায় সবাই একমত যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের টিভি বিতর্কে জো বাইডেনের বিপর্যয়কর পারফরম্যান্স আগামী নভেম্বরের ভোটে ডোনাল্ড ট্রাম্প, তথা রিপাবলিকান পার্টির জয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। ওই বিতর্কে ট্রাম্প অনর্গল মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছিলেন এবং বারবার ক্ষেপে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তিনি তা করছিলেন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। এসব মিথ্যা বলার সময় তিনি সাবলীল ও দৃঢ় ছিলেন। অন্যদিকে বাইডেন বেশ কিছু ভালো পয়েন্ট উল্লেখ করেছিলেন; কিন্তু তাঁকে কথা বলার সময় উদ্‌ভ্রান্ত বৃদ্ধের মতো মনে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বাইডেনের ভালো পয়েন্টের মূল্যায়ন হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য হালকা কথা বলেই দর্শকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। রিপাবলিকান পার্টির নির্বাচনী রাজনীতির ঝানু কৌশলবিদ ফ্রাঙ্ক লুন্টজ নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় একটি নিবন্ধে লিখেছেন, বাইডেন ও ট্রাম্প কী নীতি গ্রহণ করেছেন বা কোন বাস্তবতার ভেতর দিয়ে তাঁরা যাচ্ছেন, সেটি ভোটারদের কাছে খুব একটা মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। তাঁরা ভোটারদের মধ্যে কী ধরনের অনুভূতি তৈরি করতে পারছেন, সেটি এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই, টিভি বিতর্কে বাইডেনের এই বিপর্যয় দেখার পর ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থকদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। কিন্তু অনেকেই ভুলে যাচ্ছেন, ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হলে, সেটি যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

স্বাধীন বিচার বিভাগ, মুক্ত গণমাধ্যম ও একটি নির্দলীয় সরকারি আমলাতন্ত্র ছাড়া একটি উদার গণতন্ত্র চলতে পারে না। বাইডেন এই মূল গণতান্ত্রিক স্তম্ভগুলোতে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ট্রাম্প ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন, তিনি প্রশাসন ও আমলাতন্ত্রের সব জায়গা নিজের অনুগতদের দিয়ে ভরে ফেলার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি আদালত এবং বিচার বিভাগকে তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চান। তিনি গণমাধ্যমকে ঘৃণা করেন। তিনি উন্মত্ত জনতাকে সহিংসতার জন্য উসকানি দিয়ে থাকেন।

সুতরাং ট্রাম্প যদি সত্যি সত্যি গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ান (আমি নিজে বিশ্বাস করি তিনি গণতন্ত্রের জন্য হুমকি), তাহলে যে আমেরিকানরা তাঁদের সরকারব্যবস্থার প্রতি যত্নশীল, তাঁরা অবশ্যই ট্রাম্পের মতো একজন কর্তৃত্ববাদীর চেয়ে বাইডেনের মতো একজন বৃদ্ধ গণতন্ত্রীকেই বেশি পছন্দ করবেন। সমস্যা হলো, এখন বাইডেন তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা থেকে সরে গেলেও, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের ধ্বংসাত্মক প্রশাসনের বিপদ আগের মতোই জোরালো অবস্থায় থেকে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে এখন বহু লোক রয়েছেন, যাঁরা ট্রাম্পের হিংসাত্মক মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, আমেরিকার গণতন্ত্র স্বার্থপর অভিজাত লোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা। তাঁরা মনে করেন, এই অভিজাত গোষ্ঠী গণতন্ত্রের নামে সাধারণ মানুষের সেবা করার ভান করে।

লাল মাগা টুপি (ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ স্লোগানকে সংক্ষেপে ‘মাগা’ বলা হয়) পরে ট্রাম্পের সমাবেশে যোগ দেওয়া মধ্যবয়সী শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে এ ধরনের অনুভূতি আগে থেকেই ছিল; কিন্তু কিছু কৃষ্ণাঙ্গ ও লাতিনের পাশাপাশি বাইডেন সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট তরুণ ভোটাররাও একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে শুরু করেছেন। তাঁদের প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতি ডেমোক্র্যাটরা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা প্রতারিত বোধ করছিলেন। আশার কথা হলো, সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা গেছে, দোদুল্যমান ভোটার অধ্যুষিত রাজ্য বা সুইং স্টেটগুলোর আমেরিকানরা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামান। সেই জরিপে বলা হচ্ছে, ওই অঙ্গরাজ্যগুলোর ৬১ শতাংশ নাগরিকের কাছে মার্কিন গণতন্ত্রের হুমকিতে পড়া অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, এই রাজ্যগুলোর ৪৪ শতাংশ ভোটার বিশ্বাস করেন, মার্কিন গণতন্ত্রের ওপর আসা যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় ট্রাম্প অন্যদের চাইতে ভালো করবেন। আর সেখানকার মাত্র ৩৩ শতাংশ ভোটার মনে করেন, এই কাজে বাইডেন ভালো করবেন।

এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই জনগণ গণতন্ত্র বলতে কী বোঝেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। একটি যথার্থ সক্রিয় উদার গণতন্ত্রে ভোটাররা সেই সব রাজনীতিবিদকে নির্বাচিত করেন, যাঁরা ভোটারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এ ধরনের গণতন্ত্রে বিজয়ী প্রার্থীরা শাসন করার অধিকার পান, কিন্তু স্বৈরশাসকের মতো যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না; অর্থাৎ এ ধরনের গণতন্ত্রে নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতাদের সেই সব ভোটারেরও কল্যাণ নিয়ে ভাবতে হয়, যাঁরা হেরে যাওয়া দলগুলোকে ভোট দিয়েছিলেন বা ভোটই দেননি। যেকোনো বিরোধপূর্ণ বিষয় বিতর্ক ও সমঝোতার মাধ্যমে তাঁদের সমাধান করতে হয়। বাইডেন পুরোনো নীতির অনুসারী। তিনি আলোচনায় বিশ্বাস করেন। তিনি সম্ভাষণমূলকভাবে পিঠ চাপড়ে দিতে, কানে ফিসফিস করে বাঘ বিনিময় করতে এবং কোনো ধরনের চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনে হাত মুচড়ে দিতেও প্রস্তুত থাকেন। গণতন্ত্র সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করা লোকেদের কাছে মনে হতে পারে, দুর্নীতিবাজ অভিজাতেরা এভাবেই তাঁদের স্বার্থ হাসিল করেন। তাঁরা মনে করতে থাকেন, এই রাজনীতিকদের কাছ থেকে জনগণের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। তাঁরা মনে করেন, এই রাজনৈতিক নেতারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না এবং প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন, বাইডেনের মতো রাজনীতিকদের পক্ষে আমূল পরিবর্তন অসম্ভব। তাঁরা যা চান তা হলো, ‘প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র;, যেখানে একজন শক্তিশালী নেতা কংগ্রেসের স্বার্থপর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মতির অপেক্ষা না করেই একক দায়িত্বে জনগণের পক্ষে কথা বলবেন। এই ‘প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের’ একটি উদাহরণ হলো ফ্যাসিবাদ। ‘নেতার সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত’, এই তত্ত্ব নাৎসি জার্মানি এবং মুসোলিনির ইতালিতে জনপ্রিয় হয়েছিল। কার্যত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলেও এটি গণতান্ত্রিক বলে বিবেচিত হয়েছিল। কারণ, এই ব্যবস্থায় নেতা হলেন জনগণের প্রত্যক্ষ এবং একমাত্র প্রতিনিধি। প্রকৃত অর্থে তিনি আইনের উর্ধ্বে। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যে ভোটাররা গণতন্ত্রের ত্রাতা বলে মনে করেন তাঁদের মতে, বাইডেন বা ডেমোক্র্যাটরা প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক নন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, ডেমোক্র্যাটদের কারণে ভিন্ন ধর্মবর্ণের অভিবাসীরা এসে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত করে ফেলছেন। অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-শিক্ষকেরা লিঙ্গ, বর্ণ ও যৌনতা-সম্পর্কিত ধারণা বদলে দিচ্ছেন। তাঁরা মনে করেন, বাইডেন প্রশাসন অভিজাত কিছু গোষ্ঠীর স্বার্থে এই অভিবাসীদের জায়গা করে দিচ্ছে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এই ভোটাররা বিশ্বাস করেন, ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে উদার গণতন্ত্রের স্থলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁদের এই বিশ্বাসই উদার গণতন্ত্রীদের জন্য সবচেয়ে চিন্তার বিষয়।

ইয়ান বুরুমা ডাচ বংশোদ্ভূত মার্কিন লেখক ও গবেষক

প্রথম নজর

সর্ব ভারতীয় কুরআন প্রতিযোগিতার ফাইনাল 'ধনধান্য' সভাঘরে

জাকির সেখ ● কলকাতা

আপনজন: অল ইন্ডিয়া কুরআনের আলো ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হলোসর্বভারতীয় হিফজুল কুরআনের গ্র্যান্ড ফাইনাল পর্ব। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এক হাজার জন অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সী হাফিজ অংশগ্রহণ করে। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সেমিফাইনালে যাচজনকে বেছে নেওয়া হয়, সেমিফাইনালে নির্বাচিত হয় সেরা ১০ জন হাফেজ। সেই সেরা ১০ জন হাফেজকে নিয়ে কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড ফাইনাল পর্ব। সভা পরিচালনা করেন মাওলানা নিজামুদ্দিন কাসেমী। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে কর্নাটকের হাফেজ সৈয়দ আনাস, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার হাফেজ তানবীর আলম, তৃতীয় স্থান অর্জন করে হরিয়ানার হাফেজ নাফিস খান। প্রথম পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা ও শিক্ষকের ২০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫ হাজার টাকা ও শিক্ষকের ১৫ হাজার টাকা, তৃতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা ও শিক্ষকের ১০ হাজার টাকা এবং তিনজনের জন্যই রয়েছে উমরাহ সফর। এছাড়াও চতুর্থ পুরস্কার ৩০ হাজার টাকা, পঞ্চম পুরস্কার ২০ হাজার টাকা, ষষ্ঠ থেকে দশ পর্যন্ত প্রত্যেককে ১০ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন মুফতি মুমতাজ আহমেদ, সেক্রেটারি মাওলানা সা'আদ আলকাসেমী, সদস্য হাফেজ আব্দুল কাইয়ুম, হাফেজ সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ। কুরআনের আলো ফাউন্ডেশনের ২০২৩ সালের প্রথম স্থান অধিকারী হাফিজ জামিল ফারহাদ এবছর সৌদি আরবে আয়োজিত ৪৪ তম কিং আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম ভারত থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন মালেশিয়ার শায়েখ আজহারি বিন আব্দুল হক, অসমের ক্বারী মনজুর আলম, ঝাড়খণ্ডের ক্বারী আহসার গাজ্জালী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক মাওলানা মঞ্জুর আলম কাসেমী, রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, ইউসুফ বিসমিল্লাহি, মাওলানা বদরুল আলম প্রমুখ। শীর্ষস্থানীয় হাফেজদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস।

অজানা জন্তু-আতঙ্ক মহেশতলায়, লাঠি হাতে রাত প্রহরায় গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহেশতলা

আপনজন: ছেলে ধরা সন্দেহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে গণপ্রহার। এরই মধ্যে নতুন আতঙ্ক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশ তলায় অজানা জন্তু আতঙ্কে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। লাঠি হাতে পাহারায়, চোখে ঘুম ছুটলো সারারাত। খবর দেওয়া হয়েছে বনদফতরকে। সিসিটিভির ফুটেজে এলাকায় দাপাতে দেখা গিয়েছে ওই অজানা জন্তু গুলিকে। সংখ্যায় তারা রয়েছে দুটি। কখনো পুকুরে ঝাঁপ দিচ্ছে কখনো আবার পরিত্যক্ত বাড়িতে ছুটে বেড়াচ্ছে। দেখতে অনেকটা বন্য শুয়োরের মত। নাকের উপর রয়েছে সূচালো অংশ। ঘাড়ভর্তি লোমে। গায়ের রং কুচকুচে কালো। সন্দেহ হলেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দুটি জন্তু মহেশতলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলায় রাতে জোড়া অজানা জন্তুর দেখে আতঙ্কিত স্থানীয়রা। সারা রাত্রি বাঁশ ,লাঠি হাতে পাহারায়, ঘটনাস্থলে পুলিশের নজরদারি। ঘটনাটি মহেশতলার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের চক কৃষ্ণনগর ধাড়াপাড়ায়। রাতে এক জোড়া অজানা জন্তুর দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। এলাকার যুবকেরা হাতে বাঁশ ও লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এলাকায় ছড়ায় চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে মহেশতলা থানার পুলিশ পৌঁছে খবর দেয় বনদপ্তরকে। এলাকার সিসিটিভিতে ধরা পড়ে অজানা জন্তুরের ছবি। যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে হেঁটে।

বনদপ্তরের লোকেজনও রাত্রে এসে পৌঁছায়, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জন্তু দুটির রহস্য জানার চেষ্টা করে বনদপ্তর এবং প্রশাসন। বনদপ্তর এবং প্রশাসনের কাছ থেকে কোনোরূপ সঠিক তথ্য জানতে না পারায়, সারা রাত্রি পাহাড়ার মধ্যে দিয়ে আতঙ্কে থাকে এলাকার মানুষ, তবে সকাল হতে তাদের দেখা মেলেনি। তবে এলাকায় বনদপ্তর ও পুলিশ এখনো পর্যন্ত তদন্ত চালাচ্ছে। শুরু হয়েছে অজানা জন্তুর খোঁজে তল্লাশি অভিযান।

টানা দু থেকে তিন ঘণ্টার বৃষ্টিতে জলমগ্ন ইংরেজবাজার শহর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: টানা দু থেকে তিন ঘন্টার বৃষ্টিতে জলমগ্ন ইংরেজবাজার শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা। ইংরেজবাজার শহরের বাজার থেকে বেশ কিছু ওয়ার্ডও জলমগ্ন। জলমগ্ন মালদা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ইতিমধ্যেই ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী তিনি মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। তিনি জানান, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে বেশ কিছু এলাকায় জল রয়েছে তবে আমাদের পৌরসভার আধিকারিক থেকে কর্মীরা, ইতিমধ্যেই বিষয়টি দেখছেন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জল অনেকটাই কমেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জলের বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো দেখতে বলেছেন আমি নিজে এসে বিষয়টি দেখলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই মেডিকেল কলেজের যে জল নেমে যাবে। পৌরসভার বেশ কিছু ওয়ার্ড ও বাজারগুলিতে যে জল এখন অব্দি জমা রয়েছে সেটিও নামানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এম এস ভিপি প্রসেনজিৎ সাহা জানান চিকিৎসা পরিষেবা কোনোরকম ভাবে থেমে নেই জল থাকলেও ডাক্তাররা রোগীদের পরিষেবা দিচ্ছেন্

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিড়ির খোঁজে একের পর এক দোকান ভেঙে চুরি, সিসিটিভি দেখে ধৃত চোর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মদ খাওয়ার পর বিড়ি খাওয়ার সখ হয়েছিল তার। পকেট হাতড়েও মেলেনি বিড়ি। বাজারে দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিড়ি কেনার উপায়ও ছিল না। এরপরই চক বাজারে একের পর এক দোকানের দরজা ভেঙে বিড়ির খোঁজ চালায় মরিয়া যুবক। বিড়ি না মিললেও মিলেছিল খুচরো পয়সা, ইলিশ, পমফ্রেট, ভেটকি আর ডিম। শেষ অবধি তা নিয়েই চম্পট দিয়েছিল সে। বাঁকুড়ার চকবাজারে সিরিয়াল চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে সিসি ক্যামেরার ফুটেজই শেষ পর্যন্ত ধরিয়ে দিল চোরকে। সুরজ দে নামের ওই চোরকে আজ বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে নিল বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। বাঁকুড়া শহরের চক বাজারে বৃহস্পতিবার রাতে সিরিয়াল চুরির ঘটনা ঘটে। মাছ, ডিম ও মশলার দোকান সহ একের পর এক দোকানে হানা দিয়ে ইলিশ, পমফ্রেট, ভেটকি মাছ সহ ডিম ও মশলা নিয়ে চম্পট দেয় চোর। বাঁকুড়ার প্রাণকেন্দ্র মাচানতলায় পুলিশ ফাঁড়ির অদূরে এমন সিরিয়াল চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠতে শুরু করে প্রশ্ন। বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনার তদন্তে নামে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। চক বাজারের একাধিক সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত চোরকে চিহ্নিত করে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। এরপর বাঁকুড়া শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পোদ্দার পাড়া থেকে গ্রেফতার করা হয় সুরজ দে কে। সুরজ দে কে জিজ্ঞাসাবাদ করে অদ্ভুত তথ্য জানতে পারে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত নিজের বাড়িতে বসেই মদ খেয়েছিল সুরজ। মদের নেশা ধরতেই তার মাথায় চেপে বসে বিড়ির নেশা। নিজের পকেট হাতড়ে বিড়ি মেলেনি। পরে বিড়ি কিনতে বাজারে বেরিয়ে যায় সুরজ। চক বাজারেও খোঁজ চালায় সে। কিন্তু সেখানেও দোকান খোলা না থাকায় বিড়ির খোঁজে একের পর এক দোকানের দরজা ভেঙে ফেলে।

মুসলিমদের সাহিত্য ঐতিহ্য তুলে ধরতে প্রয়াস আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার অন্যতম সংখ্যালঘু সাংস্কৃতিক সংগঠন আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ উদ্যোগ নিল হারিয়ে যেতে বসা মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের বলিষ্ঠ লেখনিগুলিকে বই আকারে প্রকাশ করার। বিশেষ করে রাজ্যে বৃহত্তর সাহিত্য পরিমণ্ডলে উপেক্ষিত মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের রচনা সমগ্র সাহিত্য সমাজের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এই প্রকাশনার উদ্যোগ নিচ্ছে আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ। যদিও এই কাজে ইতিমধ্যে তারা হাত দিয়েছে। ঐতিহ্যময় সোহরাওয়ার্দি পরিবার সম্পর্কিত বই সহ একেকালের কলকাতার ইংরেজি দৈনিক 'দ্য মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মৌলভি মুজিবুর রহমান, ফয়জুন্নেসা চৌধুরি প্রমুখদের নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী বই প্রকাশ করেছে আলিয়া সংসদ। এবার তারা আরও বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার লক্ষে রবিবার পার্ক সার্কাসের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার নুরুস সালাম। স্বাগত ভাষণে আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সাইফুল্লাহ শামিম বলেন, ইসলামি

মূল্যবোধকে সাহিত্যর মাধ্যমে যারা জাগরিত করেছেন তারা এই বাংলায় উপেক্ষিত রয়ে গেছে। সংখ্যাগুরু সমাজের সাহিত্য বলয়ে তাদের অমর সৃষ্টি উপেক্ষিত। তাই উপেক্ষিত মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের রচনা গ্রন্থবদ্ধ করে সমাজের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছে আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'উজ্জয়নী' নামে এক সাংস্কৃতিক পত্রিকা আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশ করে এলেও তা অর্থের অভাবে নিয়মিত নয়। তাই তিনি সাহিত্য চেতনা সমৃদ্ধ সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে মুসলিম সাহিত্যিকদের সাহিত্য রাজি বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে গ্রন্থ প্রকাশনায় অর্থসাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি আক্ষেপ করেন, বিশেষত বাংলার মুসলিমরা মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলি কিনতে সেভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তাই তাদের সেই সৃষ্টি আড়ালে চলে যাচ্ছে। সেজন্য প্রবীণ লেখক সহ অতীত দিনে ঐতিহ্যময় সাহিত্যিকদের বিভিন্ন রচনা গ্রন্থবদ্ধ করতে বদ্ধ পরিকর আলিয়া সংস্কৃতি পরিষদ। তার জন্য কমপক্ষে মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের বই কিনে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি। সভাগৃহে উপস্থিত অনেকেই তার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। সভা সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, সৈয়দ নাসিরউদ্দিন, আমজাদ হোসেন, শামসুল আলম, আফসার আলি, মুহাম্মদ রিয়াজ, কামালউদ্দিন আহমেদ, সাইদুর রহমান, তায়েদুল ইসলাম প্রমুখ।

স্কুলের সায়েন্স ল্যাবে অগ্নিদগ্ধ হল ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ব্যারাকপুর

আপনজন: ব্যারাকপুরে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের একটি গবেষণাগারে প্রশিক্ষণ চলাকালীন অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ একজন ছাত্র। জানা গেছে,ব্যারাকপুরের সদর বাজার এলাকায় একটি বেসরকারি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র সৌভিক বিশ্বাস শুক্রবার কেমিস্ট্রি ক্লাসে ল্যাব প্র্যাকটিক্যাল করার সময় কেমিক্যাল থাকা টেস্ট টিউব বিস্ফোরণ ঘটে যায়। তার গায়ে এসে পড়ে।সাথে সাথে আগুন লেগে যায়। সৌভিকের শরীরের বিভিন্ন অংশ কেমিক্যাল সহ আগুন। গুরুতর যখন অবস্থায় তাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের অভিযোগ আগুন লাগার পর সেই ছাত্র স্কুলে ছোটাছুটি করতে থাকে কিন্তু ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনো রকম সাহায্য করতে আসেনি এবং বাড়ির লোককে জানাতে গেলে ছাত্রকে ধমকি দেওয়া হয়। তারপর সেই

ছাত্রকে বেলঘড়িয়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। বাড়ির লোককে বলে তেমন কিছু হয়নি। এর পরেই বাড়ির লোক যখন চাপ সৃষ্টি করে তখন তারা বলে এই কথা যেন বাইরে কাউকে বলা না হয়। তাহলে বিষয়টা ভালো হবে না। পরিবারে আরও দাবি তার ছেলেকে দেখতে চাইলে মাকে দেখতে দেওয়া হয়নি। এরপর ব্যারাকপুরের কল্যাণী হাইরোডের ধারে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাকে নিয়ে আসা হয়।তার পায়ের উপরের অংশে অনেকটাই চামড়া উঠে যাওয়ায় তাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। পরিবারে আরও অভিযোগ তার ছেলেকে হসপিটালে না গিয়ে পায়ে বরফ দেওয়া হয়েছে।

সন্তোষপুর হাই মাদ্রাসায় শিক্ষক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● চাঁচল

আপনজন: অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স এসোসিয়েশন মালদা জেলা শাখার পরিচালনায় চাঁচলের সন্তোষপুর হাই মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল একদিনের টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। এলাকার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতাধিক শিক্ষক এতে অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশনের জন্য যে বিষয়গুলো রাখা হয় তা হল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষকতার মাধ্যমে জাতি গঠন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সফল শিক্ষকতা, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স-এর মাধ্যমে সফলতা অর্জন, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ ও তা থেকে উত্তরণের উপায়, শারীরিক শাস্তি প্রদানের বিষয়ে প্যানেল ডিসকাশন, সামর্থ চিহ্নিত করণ, মূল্যায়ন ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করণ। অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ আয়োজকদের

উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। অনেকে মন্তব্য করেন যে দুই বছরের কোর্স বি. এড. বা ডি. এল. এড করেও এই সমস্ত বিষয়গুলি এত প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে সক্ষম হইনি। রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন কালিয়াচক কলেজের প্রিন্সিপাল ড. নজিবুর রহমান, সামসি কলেজের অধ্যাপক ড . ওয়ালিউল্লাহ ও আমিনুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে ছিলেন শাহজাহান আলী, তোফাজ্জল হোসেন, মোঃ হুমায়ুন, হিফজুর রহমান, মোঃ সাহাবুদ্দিন, সংগঠনের জেলা সভাপতি আবেদ আলী ও রাজ্য সভাপতি মহবুল হক প্রমুখ।

লরির ধাক্কায় মৃত দাদু, আহত নাতি

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দাদুর। আহত নাতি। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে নলহাটি মোড়গ্রাম ১৪ নং জাতীয় সড়কের কলিয়া ধর্ম তলায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার সোদপুর গ্রাম থেকে লোহাপুর হয়ে মোটর সাইকেলে ৬৫ বছর বয়সী দাদু মান্নান সেখকে সঙ্গে নিয়ে চিকিৎসার জন্য নাতি সাদেক সেখ নলহাটি যাচ্ছিলেন। অপর দিকে নলহাটির দিক থেকে লোহাপুর অভিমুখে একটি বালি বোঝাই ট্রাক বেপরোয়া গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর সাইকেলটির সামনে সজোরে ধাক্কা মারে। যার ফলে মোটর সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে যায় দাদু মান্নান সেখ। ঘটনা স্থলেই তার মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন মোটর সাইকেল চালক সাদেক সেখ।স্থানীয় বাসিন্দারা ঘাতক লরিটিকে আটক করলেও চালক ও খালাসি পলাতক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান নলহাটি থানার পুলিশ। মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

জেলে বসেই মেধা তালিকায় প্রথম স্থানে

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: ২০১০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। ঝাড়গ্রামের শিলদায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে থাকা সেনা ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় যুক্ত থাকার অপরাধে গত ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরের আদালত ২৩ জন মাও নেতাকে যাবজ্জীবন কাটানোর নির্দেশ দেয়। যাদের মধ্যে অন্যতম অর্ণব দাম ওরফে বিক্রম। বর্তমানে হুগলি জেলে বন্দি থাকা অর্ণব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে পিএইচডি করার প্রবেশিকা পরীক্ষা অর্থাৎ রিটেন ও ইন্টারভিউতে প্রথম হলেন। সম্প্রতি হুগলি জেল কর্তৃপক্ষকে পিএইচডি করার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সহজেই সাড়া মেলেনি। পরে আদালতের অনুমতি মিলতেই জেল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন জানান। সেই আবেদনে সারা দেয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। গত ২৬ জুন পুলিশি প্রহরায় হুগলি জেলা সংশোধনাগার থেকে অর্ণবকে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেই তিনি ভাইভা অর্থাৎ ইন্টারভিউ দেন। শুক্রবার সেই পরীক্ষার মেরিট লিস্ট বেরিয়েছে। ২৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন অর্ণব।

রথযাত্রার দিনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা রেলের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর রেল ময়দানে ১০০ বছরের পুরনো মন্দিরের সামনে রথযাত্রার বিভিন্ন অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে রেল পুলিশ কোনভাবে রথের দিনে দোকানদানি বসতে দেবে না বলে অভিযোগ রেল পুলিশের বিরুদ্ধে। আজ এই রথযাত্রা উপলক্ষে রেল ময়দানে বিশাল মেলার আয়োজন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে কিন্তু রেল পুলিশ এ বছর মেলা বসতে দেয়নি বলে রেল পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন বোলপুর ব্যবসা সমিতি। তাই আজ ব্যবসা নীতির পক্ষ হইতে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এছাড়াও অভিযোগ রেল পুলিশের বিরুদ্ধে যেসব হকাররা রেলের আশেপাশে হকার ব্যবসা করেন তাদেরকে রেল পুলিশ হটিয়ে দিচ্ছে জোর জুলুম করে। বোলপুর শান্তিপ্রিয় জায়গা এখানে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করছে রেল পুলিশ বলে অভিযোগ করেন বোলপুর ব্যবসা সমিতি। তারা আরো জানান যে এরপর আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন রেল পুলিশের বিরুদ্ধে।

দুই দিন নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ ভেসে উঠল শ্রীরামপুরের খাঁড়িতে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: প্রায় দুই দিন নিখোঁজ থাকা এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভেসে উঠলো স্থানীয় একটি খাঁড়িতে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের হরসুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্রীরামপুর এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম শ্যামলাল ক্যারাকাটা (৬৬)। গত শুক্রবার মাঠে গরু চরানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকেই আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো খোঁজ না পাওয়ায় গত শনিবার তপন থানার অন্তর্গত রামপুর পুলিশ ফাঁড়িতে নিখোঁজ ডায়েরি করেন। এরপর এদিন সকালে এলাকার একটি খাঁড়িতে শ্যামলাল এর মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন সকালে মাঠে কাজ করতে যাওয়া কয়েকজন কৃষক। তড়িঘড়ি তারা পরিবারের লোকেদের এবং তপন থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে মৃত শ্যামলাল ক্যারকাটার ছেলে বলাই ক্যারকাটা বলেন, 'বাবা গত শুক্রবার খাঁড়ির ওপারে গরু চড়ানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোন খবর না মেলায় রামপুর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। আজ স্থানীয় ওই খাঁড়িতে বাবার দেহ ভেসে থাকতে দেখে কয়েকজন আমাদের খবর দেন।

দুই যুবকের মানবিকতা বাড়ি ফেরাল অসহায় বৃদ্ধকে

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: দুই যুবকের মানবিকতায় ৮৫ বছরের বৃদ্ধ বাড়ি ফিরলেন হুগলির গ্রামে। জানা গেছে গত ৬ জুলাই সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত মির্জাপুর গ্রামের দুইজন যুবক কামারকুন্ডু রেল স্টেশনে পাশে এক বয়স্ক ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখেন। ওই বৃদ্ধের বয়স অনুমানিক ৮৫। মনমরা বৃদ্ধকে দেখে চুপ করে থাকতে পারেননি তারা। ওই দুই যুবক তখন বৃদ্ধকে নিয়ে কামারকুন্ডু জিআরপির অফিসে নিয়ে যান। জিআরপি অফিস থেকে ঠিকানা খোঁজ পায় বাড়ি কাটোয়া। নাম নেক মোহাম্মদ রবিবার বিকালে কাটোয়া থেকে নেক মহম্মদের বাড়ির লোকজন এসে জিআরপির অফিস থেকে নিয়ে যায়। পরিবারের সকলেই অত্যন্ত খুশি। এ ছাড়া জিআরপি ও দুই যুবককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মৌমাছি প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ শিবির নিমপীঠে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: মৌমাছি পালনে চাষিদের উৎসাহ দিতে এগিয়ে এলো জয়নগরের নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র।আর এই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সপ্তাহ ব্যাপী "বিজ্ঞান ভিত্তিক মৌমাছি পালন" এর প্রশিক্ষণ শিবির। গত ৩০শে জুন থেকে ৬ই জুলাই পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৫ জন যুবক-যুবতী ও কৃষকেরা। মৌমাছি পালন করে আয় বাড়ানোর পাশাপাশি উন্নত পরাগায়নের মাধ্যমে মাঠের ফসলের ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়।এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মৌমাছি পালন বিশেষজ্ঞ

ও এই প্রশিক্ষণের সঞ্চালক ড: প্রবীর কুমার গরাই বলেন,এই মৌমাছি সুসংহত চাষ ব্যবস্থায় হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল-মাছের মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিটি চাষীর বাড়িতে অন্তত একটি করে মৌমাছির বাক্স থাকা উচিত। তাই এই প্রশিক্ষণ শেষে সকলকে একটি করে মৌমাছির বাক্স প্রদান করা হয়।এই প্রশিক্ষণটির রূপায়ণে ন্যাশনাল বি বোর্ডের আর্থিক সহায়তা ও আইসিএআর-আটারী কোলকাতার যৌথ সহায়তায় পরিচালিত হয়েছে।

২০২৪ কোপা আমেরিকা

উরুগুয়ের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় ব্রাজিলের

আপনজন ডেস্ক: কোচ কে–অস্কার তাবারেজ, দিয়েগো আলোনসো, নাকি মার্সেলো বিয়েলসা, এটা কোনো ব্যাপারই নয়, আমরা উরুগুয়ে–ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে গা-জোয়ারি ফুটবল খেলে এটাই যেন বুঝিয়ে দিত চাইলেন রোনাল্ড আরাউহো-মানুয়েল উগারতে-নিকোলাস ডে লা ক্রুজরা। অন্যদিকে কয়েক বছর ধরেই অস্তিত্বসংকটে ভোগা ব্রাজিল নিজেদের যেন চেনাতেই পারছিল না। উদ্দেশ্যবিহীন এলোমেলো দলটিকে দেখে বারবারই মনে হচ্ছিল–হলুদ জার্সির আড়ালে খেলা এই দল কি সত্যিই ব্রাজিল!
এভাবে এগিয়ে চলা ম্যাচটি নির্ধারিত ৯০ মিনিটে থাকে গোলশূন্য। কোপা আমেরিকার নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ গড়ায় সরাসরি টাইব্রেকারে। সেখানে উরুগুয়ের কাছে ৪-২ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল। সেমিফাইনালে উরুগুয়ের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া। এ ম্যাচের আগে হওয়া আরেক কোয়ার্টার ফাইনালে পানামাকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে তারা।
যেভাবেই হোক ব্রাজিলকে রুখতে হবে–উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের এই প্রতিজ্ঞার প্রতিফলন মাঠে ছিল স্পষ্ট। তাঁরা হয়তো অনুচ্চারে ব্রাজিল দলের উদ্দেশে বলছিলেন, তোমরা পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারো, কিন্তু কোপা আমেরিকায় তোমাদের চেয়ে আমরাই এগিয়ে, আর্জেন্টিনার সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ১৫ বার এই ট্রফি জিতেছি আমরা! ক্ষণে ক্ষণে ফাউল করে ব্রাজিলের মুভগুলো অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিচ্ছিলেন আরাউহো-উগারতেরা।
এসব ক্ষেত্রে ব্রাজিলের পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই বা এর পরের দশকের দলগুলোও যা করত; ব্যক্তিনৈপুণ্যের অনন্যসাধারণ ঝলকে ম্যাচ বের করে নিত, সেটা দেখাতে পারেনি এই দলের কেউ। সেই সময়ের পেলে, গারিঞ্চা, সক্রেটিস, জিকো, রোমারিও, রোনালদো, রোনালদিনিওর মতো প্রতিভাই–বা কোথায় এই ব্রাজিল দলে! চোটের কারণে নেইমার এবারের কোপা আমেরিকাতেই নেই আর ব্রাজিলের এই দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ভিনিসিয়ুস জুনিয়র নিষেধাজ্ঞার কারণে ছিলেন না আজ। তাঁর অবর্তমানে ব্রাজিলের ফুটবলের বর্তমান রাফিনিয়া-রদ্রিগো আর ভবিষ্যৎ এনদ্রিক তেমন কিছু করে দেখাতে পারেননি।
উরুগুয়ে বরাবরের মতো তাদের ট্রেডমার্ক শরীরনির্ভর ফুটবল খেলেছে। ম্যাচের প্রথম ২০ মিনিটেই ৯টি ফাউল করেছে তারা। সেই শরীরনির্ভর ফুটবলের তোড়ে একপ্রকার উড়ে গেছে ব্রাজিল। এই সময়ের মধ্যে গোলের কোনো সুযোগই তৈরি করতে পারেনি তারা। ম্যাচে ব্রাজিল প্রথম সুযোগটা পায় ২৪ মিনিটে। সেটাও উরুগুয়ের রক্ষণের ভুলে। উগারতের ভুলে বক্সের কাছাকাছি বল পেয়ে যান এনদ্রিক। কিন্তু তিনি গোলে শট নেওয়ার জায়গা না পেয়ে বল ঠেলে দেন বাঁ দিকে থাকা রদ্রিগোকে। বলের কাছে পৌঁছাতেই পারেননি তিনি।
১০ মিনিট পর আবার সুযোগ আসে ব্রাজিলের। এবার বক্সের বাইরে বল পেয়ে উরুগুয়ের তিন ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যান রাফিনিয়া। বক্সে ঢুকে জোরালো শটও নেন। কিন্তু সেই শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন উরুগুয়ের গোলকিপার রোচেত।
সুযোগ হাতছাড়া করেছে উরুগুয়েও। ৩৩ ও ৫২ মিনিটে সহজ দুটি সুযোগ থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন দারউইন নুনিয়েজ। নুনিয়েজের ৫২ মিনিটের সুযোগ মিসের পর কিছুটা হলেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ব্রাজিল। কিন্তু পরিষ্কার কোনো সুযোগ তারা তৈরি করতে পারেনি। এ সময় ফাউলের মাত্রাও যেন বাড়িয়ে দেয় উরুগুয়ের রক্ষণ। পুরো ম্যাচে উরুগুয়ে ফাউল করেছে ২৬টি।
৭১ মিনিটে রদ্রিগোকে ট্যাকল করে হলুদ কার্ড দেখেন নাহিতান নানদেজ। সেই ট্যাকল এতটাই ভয়ংকর ছিল যে রেফারি ভিএআর দেখে তাঁকে লাল কার্ডই দেখান। ১০ জনের দল হয়ে যাওয়া উরুগুয়ে পরের সময়টা একটু বেশিই রক্ষণাত্মক হয়ে যায়। এর সুযোগ নিয়ে তাদের চেপে ধরার চেষ্টা করে ব্রাজিল। কিন্তু গোলের স্পষ্ট সুযোগ সেভাবে তৈরি করতে পারেনি। শেষ দিকে সাভিনিও-মার্তিনেল্লিদের নামিয়ে ব্রাজিল কোচ খেলার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন। ব্রাজিলের খেলার গতি এতে বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোল আর আসেনি।
ম্যাচ যখন টাইব্রেকারে গড়ানো সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, ব্রাজিল কোচ দ্রুত তিনটি পরিবর্তন করেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই–টাইব্রেকারে যেন পেনাল্টি শট নেওয়ার পর্যাপ্ত বিকল্প পাওয়া যায়। কিন্তু টাইব্রেকারে সেই বিকল্পের একজন দগলাস লুইসও গোল করতে ব্যর্থ হন। তাঁর শট উরুগুয়ের গোলকিপারকে ফাঁকি দিলেও লাগে পোস্টে। এর আগে ব্রাজিলের অধিনায়ক এদের মিলিতাওয়ের শট ফিরিয়ে দেন উরুগুয়ের গোলকিপার। অন্যদিকে উরুগুয়ের হিমিনেজ টাইব্রেকারে গোল না পেলেও নিজেদের শট জালে পাঠান ফেদে ভালভের্দে, বেনতাঙ্কুর, আরাসকায়েতা ও উগারতে। এর আগে পানামার বিপক্ষে কলম্বিয়াকে জেতাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন হামেস রদ্রিগেজ। দলের ৫ গোলের ২টিতে সহায়তা করেছেন তিনি, নিজে পেনাল্টি থেকে করেছেন ১টি গোল। দলের অন্য ৪টি গোল জন করদোবা, লুইস দিয়াজ, রিচার্ড রিওস ও মিগুয়েল বোরহার।

উসমান দেম্বেলের হাতে থাকা ম্যাচসেরার ট্রফিতে জল ঢেলে দিলেন মার্কাস থুরাম

রোহিতই চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের অধিনায়ক

আপনজন ডেস্ক: আরও এক বছরের জন্য অধিনায়কত্বের নিশ্চয়তা পেলেন রোহিত শর্মা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক আগামী বছর আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি এবং ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন বলে নিশ্চিত করেছেন ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহ।
আট দলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে আগেই, পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকায় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলাও অনেকটাই নিশ্চিত। গত সপ্তাহে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পরপরই এই সংস্করণে নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছেন রোহিত।
২৯ জুন বার্বাডোজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ফাইনাল খেলা ভারত দেশে ফেরে গত বৃহস্পতিবার। রোহিতের নেতৃত্বাধীন দলটিকে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সংবর্ধনা দেয় বিসিসিআই। আজ বোর্ডসচিব রোহিতদের অভিনন্দন জানিয়ে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন। সেখানে ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে অধিনায়কত্বের প্রসঙ্গ তোলেন জয় শাহ।
রোহিতের নেতৃত্বাধীন ভারত সর্বশেষ এক বছরের মধ্যে ফাইনাল খেলেছে তিনটি। এর মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগের দুটিতেই মাঠ ছাড়তে হয়েছে হার নিয়ে। গত জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল এবং নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল–দুটিই অস্ট্রেলিয়ার কাছে। এবার টি-টোয়েন্টিতে ফাইনাল জয়ের জন্য ২০ ওভার সংস্করণ থেকে অবসর নেওয়া তিন ক্রিকেটার ও কোচকে অভিনন্দন জানিয়ে বিসিসিআই সচিব বলেন, ‘ঐতিহাসিক জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানাই। এই জয় উৎসর্গ করতে চাই কোচ রাহুল দ্রাবিড়, অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ও রবীন্দ্র জাদেজাকে। গত এক বছরের মধ্যে এটি ছিল আমাদের তৃতীয় ফাইনাল। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হেরেছিলাম। ওয়ানডে বিশ্বকাপে টানা ১০ ম্যাচ জিতে অনেকের হৃদয় জিতেছিলাম, কিন্তু বিশ্বকাপ জিততে পারিনি। আমি বলেছিলাম, ২০২৪-এর জুনে আমরা ট্রফি জিতব, মন জিতব। বিশ্বকাপে উড়বে ভারতের পতাকা। আমাদের অধিনায়ক ঠিক সেটাই করে দেখিয়েছেন।’
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ৫০ ওভারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়া রোহিত দুটি বড় মঞ্চেই ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন বলে জানান বিসিসিআই সচিব, ‘এখন আমাদের সামনে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল আছে। আমি সত্যিই আত্মবিশ্বাসী যে রোহিতের নেতৃত্বে আমরা দুটি টুর্নামেন্টই জিতব।’

টানা তিন ছক্কায় সেঞ্চুরিতে অভিষেক, বড় জয়ে প্রতিশোধ ভারতের

আপনজন ডেস্ক: চার বল খেলে ০ রান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি অভিষেক ম্যাচটিকে ভুলেই যেতে চাইবেন অভিষেক শর্মা। সেই অভিষেক আজ ভারতের জার্সিতে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ম্যাচেই পেয়ে গেলেন সেঞ্চুরি। তাঁর দল ভারতও বড় জয়ে সিরিজে ফিরেছে।
অভিষেক করেছেন ১০০ রান, দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ভারত জিম্বাবুয়েকে হারিয়েছে ঠিক ১০০ রানেই। এই জয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজে ১-১ ব্যবধানে সমতা ফেরাল ভারত।
টস জিতে ব্যাটিং নেওয়া ভারত অভিষেকের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ভর করে ২ উইকেটে তোলে ২৩৪ রান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ভারতের দলীয় সর্বোচ্চ। রান তাড়ায় ১৮.৪ ওভারে ১৩৪ রানে অলআউট জিম্বাবুয়ে। ১০০ রানের জয়ে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে রানের হিসেবে ভারতের এটিই সবচেয়ে বড় জয়।
ভারতের শুরুটা ভালো ছিল না। দ্বিতীয় ওভারেই ফিরে যান ৪ বলে ২ রান করা অধিনায়ক শুবমান গিল। এরপর রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ১২.৪ ওভারে ১৩৭ রান যোগ করেন। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে যে কোনো উইকেটেই এটি ভারতীয় রেকর্ড।
৩৩ বলে ৫০ ছোঁয়া অভিষেক শর্মা সেঞ্চুরি পেয়ে যান আর মাত্র ১৩ বল খেলেই। সেই সেঞ্চুরিও কী রাজকীয়ভাবেই না ছুঁয়েছেন ভারতের তরুণ ওপেনার। ১৪তম ওভারে জিম্বাবুয়ের বাঁহাতি স্পিনার ওয়েলিংটন মাসাকাদজাকে টানা তিনটি ছক্কা মেরে ৮২ থেকে পৌঁছে যান ১০০-তে। পরের বলটাতেই অবশ্য আউট হয়ে যান অভিষেক। ৪৭ বলের ইনিংসে ৭টি চার ও ৮টি ছক্কা মেরেছেন অভিষেক। ৪৬ বলে সেঞ্চুরি, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে যেটি ভারতের তৃতীয় দ্রুততম।
অভিষেক ফেরার পর শেষ ৬ ওভারে অবিচ্ছিন্ন তৃতীয় উইকেটে জুটিতে ৮৭ রান যোগ করেন গায়কোয়াড় ও রিংকু সিং। গায়কোয়াড় ৪৭ বলে ১ ছক্কা ও ১১ চারে ৭৭ এবং রিংকু ২২ বলে ২ চার ও ৫ ছক্কায় করেন ৪৮ রান।
রান তাড়ায় জিম্বাবুয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৩ রান করেন ওয়েসলি মাধেভেরে। এই রান করতে অবশ্য ৩৯ বল খেলেছেন জিম্বাবুয়ে ওপেনার। ৩৬ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তাঁর সঙ্গী ব্রায়ান বেনেট ৯ বলে করেছেন ২৬ রান। এরপর নয়ে নেমে ২৬ বলের ৩৩ রান করেন লুক জঙ্গুয়ে।
ভারতীয় বোলারদের মধ্যে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন দুই পেসার মুকেশ কুমার ও আবেশ খান। আগের ম্যাচে ৪ উইকেট নেওয়া লেগ স্পিনার রবি বিষ্ণয় আজ ৪ ওভারে ১১ রান দিয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট।
বুধবার হারারেতেই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ।

শ্রীলঙ্কার অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হলেন জয়াসুরিয়া

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ হয়েছেন সাবেক অধিনায়ক সনাৎ জয়াসুরিয়া। ৫৫ বছর বয়সী এই সাবেক ক্রিকেটারকে ভারত ও ইংল্যান্ড সিরিজে দল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জয়াসুরিয়া গত মাসে হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা দলের পরামর্শক ছিলেন। বিশ্বকাপের পর প্রধান কোচ ক্রিস সিলভারউড ও আরেক পরামর্শক মাহেলা জয়াবর্ধনে পদত্যাগ করেছেন। জয়াসুরিয়া অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য কোচ হওয়ার আগে দুই দফায় প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ–আইসিসির দুটি বড় টুর্নামেন্ট থেকেই প্রথম পর্বে বাদ পড়ে শ্রীলঙ্কা। এর মধ্যে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ব্যর্থতায় আগামী বছরের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও জায়গা করতে পারেনি ’৯৬-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। নতুনভাবে শুরুর পালায় চলতি মাসেই ভারতকে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে আতিথেয়তা দেবে শ্রীলঙ্কা। তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজ শুরু হবে ২৭ জুলাই, তিন ওয়ানডের সিরিজ শেষ হবে ৭ আগস্ট। এরপর ইংল্যান্ডে গিয়ে তিন টেস্টের সিরিজ খেলবে দলটি।
সিলভারউডের উত্তরসূরি হিসেবে কোচ চূড়ান্তে সময় নিতে চায় শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। যে কারণে সামনের দুটি সিরিজ সামালের জন্য দলের সঙ্গে থাকা জয়াসুরিয়াকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা জয়াসুরিয়া গত ডিসেম্বরে হাই পারফরম্যান্স সেন্টারের পরামর্শকের দায়িত্ব পান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় তাঁকে জাতীয় দলের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়। গুঞ্জন আছে, জয়াসুরিয়াকে জাতীয় দলে যুক্ত করাতেই জয়াবর্ধনে পরামর্শকের চাকরি ছেড়েছেন। খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর দুই দফায় প্রধান নির্বাচক থাকা জয়াসুরিয়া ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় স্তরের ক্লাব মালগ্রেভ ক্রিকেট ক্লাবকে কোচিং করিয়েছিলেন।

রেকর্ডের আরেক নাম লামিনে ইয়ামাল

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলে তাঁর অভিষেকই হয়েছিল রেকর্ড গড়ে। সেই যে রেকর্ড ভাঙা–গড়া শুরু করেছেন, থামার নামই নিচ্ছেন না। লামিনে ইয়ামালের মাঠে নামা মানেই যেন নতুন কোনো রেকর্ড। অথচ বয়স এখনো ১৬ পেরোয়নি তাঁর। সর্বশেষ গত পরশু রাতে জার্মানির বিপক্ষে ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে জেতা ম্যাচেও নতুন রেকর্ড গড়েছেন ইয়ামাল।
জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচের আগে থেকেই আলোচনায় ছিলেন ইয়ামাল। ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে তাঁকে নিয়ে কথা বলেছিলেন জার্মান কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান। ইয়ামালকে এ সময় ‘দুর্দান্ত প্রতিভা’ বলে উল্লেখ করেন তিনি। তবে ইয়ামালের অনভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর কথাও বলেন তিনি। সেটা অবশ্য আর পারলেন কই! জার্মানি–স্পেন থ্রিলারে স্পেনের প্রথম গোলের মঞ্চটা যে ইয়ামালেরই তৈরি করা। ম্যাচের ৫১ মিনিটে দানি অলমোর করা প্রথম গোলটিতে সহায়তা করেন ইয়ামালই। এই গোলে

ইউরো ২০২৪

সহায়তা করেই নতুন একটি রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন ইয়ামাল। ইউরোর এক আসরে চতুর্থ স্প্যানিশ ফুটবলার হিসেবে সর্বোচ্চ তিনটি অ্যাসিস্টের কীর্তি গড়েছেন ইয়ামাল। তাঁর আগে এই কীর্তি গড়েন ২০০৮ সাল সেস ফাব্রেগাস, ২০১২ সালে ডেভিড সিলভা এবং ২০২১ সালে দানি ওলমো। একই দিন গোলে সহায়তার আরও একটি রেকর্ড গড়েন ইয়ামাল। ১৯৯৬ সালের পর ইউরো কিংবা বিশ্বকাপের এক আসরে তিন বা তার বেশি গোলে সহায়তা করা প্রথম টিনএজারও হয়েছেন ইয়ামাল। ২০০৪ সালের ইউরোতে টিনএজার হিসেবে দুই গোলে সহায়তাকারী রোনালদোকেও ছাড়িয়ে গেছেন ইয়ামাল। তবে গোলে সহায়তা করা ছাড়াও জার্মানদের কড়া পাহাড়ার মধ্যে বল পায়ে বেশ কয়েকবার হুমকি তৈরি করেছেন ইয়ামাল, যার একটিই ম্যাচে এগিয়ে দেয় স্পেনকে। এদিন ৬৩ মিনিট মাঠে থেকে ৩২ বার বল স্পর্শ করা ইয়ামাল সুযোগ তৈরি করেছেন ৩টি। এ ছাড়া গোলের জন্য দুটি শট নিয়ে একটি রাখেন লক্ষ্যে। পাশাপাশি চারটি ডুয়েলও জিতেছেন তিনি। এর আগে ইউরোর প্রথম ম্যাচেও রেকর্ড গড়েছিলেন ইয়ামাল। ইউরোপ মহাদেশের শ্রেষ্ঠত্বের এই প্রতিযোগিতায় তিনিই এখন সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। একই ম্যাচে গোলে সহায়তার আরেকটি নতুন রেকর্ডও গড়েছেন ইয়ামাল। সেদিন দানি কারভাহালকে অ্যাসিস্ট করে ইউরোর ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী গোলে সহায়তাকারী হন ইয়ামালই।

ইউরো থেকে বিদায়ের পর যে বার্তা দিলেন রোনালদো

আপনজন ডেস্ক: ইউরো-অধ্যায়টা হতাশায় শেষ করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিয়েছে রোনালদোর পর্তুগাল। ইউরোর এবারের আসরে তেমন কোনো ভূমিকাই রাখতে পারেননি ‘সিআর সেভেন’। পাঁচ ম্যাচ খেলে করতে পারেননি কোনো গোলও। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়ের পর থেকেই নানা কারণে আলোচনায় পর্তুগিজ মহাতারকা। একদিকে রোনালদোকে পারফরম্যান্সের কারণে যেমন সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে, অন্যদিকে কথা হচ্ছে তাঁর সম্ভাব্য অবসর নিয়েও। যদিও রোনালদোর অবসর নিয়ে এখনো কোনো কথা হয়নি বলে জানিয়েছেন পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ।
নানা আলোচনার মধ্যে এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন রোনালদো। সেই বার্তায় নিজের অবসর নিয়ে কিছু না বললেও ইউরো থেকে এমন হতাশাজনক বিদায় প্রত্যাশা করেননি বলে মন্তব্য করেছেন এই আল নাসর তারকা। পাশাপাশি পর্তুগিজ ফুটবলের উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকার প্রত্যাশার কথাও বলেছেন রোনালদো। এবারের ইউরোয় আরও বেশি প্রত্যাশা ছিল জানিয়ে রোনালদো লিখেছেন, ‘আমরা আরও বেশি চেয়েছিলাম। আমাদের আরও বেশি প্রাপ্য ছিল।

ইউরোতে ইংল্যান্ডের জয়ে উইম্বলডনে থেমে গেল জোকোভিচের খেলা

আপনজন ডেস্ক: উইম্বলডনের তৃতীয় রাউন্ডে নোভাক জোকোভিচ মুখোমুখি হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্সেই পপিরিনের। কিন্তু ম্যাচের দ্বিতীয় সেটের সময় একপর্যায়ে দর্শকদের হর্ষধ্বনির মধ্যেই দুজনকে থামিয়ে দিতে হয় খেলা।
নাহ, সেন্টার কোর্টে উপস্থিত দর্শকের উল্লাস দুই টেনিস তারকার কারও জন্যই ছিল না। এই উল্লাস ছিল মূলত ফুটবল ম্যাচে ইংল্যান্ডের জয় উদ্‌যাপনের জন্য। যারা একই সময়ে ইউরোর শেষ আটে মুখোমুখি হয়েছিল সুইজারল্যান্ডের। ডুসেলডর্ফে নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়েও ইংল্যান্ড–সুইজারল্যান্ড ম্যাচ ছিল ১–১ সমতায়। আর টাইব্রেকারে সুইসদের ৫–৪ গোলে হারিয়ে শেষ চার নিশ্চিত করে ইংল্যান্ড। জার্মানিতে ইংলিশদের জয়ের উচ্ছ্বাসের ঢেউ যেন আচড়ে পড়েছে উইম্বলডনেও। দর্শকদের এমন উল্লাসে খেলাও থামিয়ে দিতে হয় জোকোভিচ ও পপিরিনকে। এ সময় মজা করে হাসতে হাসতে জোকোভিচকে বাঁ পায়ে ডামি পেনাল্টি শট নিতেও দেখা যায়। জোকোভিচের সঙ্গে এই খুঁনসুঁটিতে যোগ দিয়ে শট থামানোর ভঙ্গি করেন পপিরিনও। পরে অবশ্য হাস্যরস থামিয়ে দুজনই মনোযোগ দেন খেলায়। তৃতীয় রাউন্ডের এ ম্যাচে প্রথম সেট হেরেও শেষ পর্যন্ত ৩–১ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছেন জোকোভিচ। এ দিন প্রথম সেটে ৬–৪ গেমে হেরে যান জোকোভিচ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**